



জ্ঞানের আলো

২২ চৈত্র ১৪২১ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৫ইং

পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা



“ইয়েহু হামারে বাগকা গোলে গোলাব হ্যায়,
হযরত ইউছুফ (আঃ) কা চেহরা ইছমে আয়া হ্যায় ।
উছুকো আজিজ রাখো । মায়নে উছুকা নাম গোলাম রহমান রাখা ॥”

– হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ।



জ্ঞানের আলো

২২ ক্রম ১৪২৬ সংখ্যা, ৫ প্রিন্স ২০১৫ইং

পবিত্র গুরু শরীফ সংখ্যা



“ইয়েহ হামারে বারগা গোলে গোলাব হয়,
হযরত ইউছুফ (আঃ) কা চেহরা ইছমে আয়া হয়।
উছুকো আজিজ রাখো। মাযনে উছুকা নাম গোলাম রহমান রাখা ॥”

— হযরত গাউছুল আজম মহাজতাবারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা
শাহ ছফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)।



জ্ঞানের আলো
২২ চৈত্র ১৪২১ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৫ ইংরেজী
পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউজুল আজম
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহু ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদক

নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

সম্পাদনা পরিষদ

আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী
শেখ মুহাম্মদ আলমগীর
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

সার্বিক সহযোগিতায়

আলহাজ্ব মওলানা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী
মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
হুমায়ুন কবির চৌধুরী
সৈয়দ রুহুল কুদ্দুস আকবরী
শেখ শাকিল মাহমুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আবদুল মতিন
মোবাইল : ০১৭১১৮১৭২৭৪

প্রকাশের স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮
E-mail : prokashoni@maizbhandarsharif.com
Website : maizbhandarsharif.com

ভাড়া দ্রব্য : দশ টাকা মাত্র



সূচীপত্র

○ সম্পাদকীয়		০৪
○ কুরআনের আলো	আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী	০৫
○ হাদিসের আলো	আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী	০৯
○ ব্যাভ্যস্তিত আল্লিকি মুরশিদ ও মুরিদের সম্পর্কের স্বরূপ	আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুর	১২
○ বেশী পুরাতন কুরআন শরীফ সংক্রান্ত ফতোয়া	আব্দুলা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অহিয়ার রহমান	২০
○ অনুতাপহীন অপরাধ নাজাতের অন্তরায়	আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ আনিসুজ্জমান	২২
○ মুরশিদ পারের কাভারী (পর্ব ১)	মওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী	২৫
○ হাত ও পা চুমু খাওয়া প্রসঙ্গে	সৈয়দ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রউফ	২৯
○ দীদারে এলাহী লাভে	আবদুল মতিন	৩৬
○ সংগঠন সংবাদ		৪৩
○ শোক সংবাদ		৪৭



বিহ্মিলাহির রাহমানির রাহিম

“সম্পাদকীয়”

রুহানী বা আত্মার মঙ্গলার্থে উর্জ্বতম সত্যবস্ত্র প্রচার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী বিশ্ব মানবতার কল্যাণে খোদা প্রদত্ত অশেষ নেয়ামত হল ঐশী শ্রেমের ভাণ্ডার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। সৃষ্টি জগতে পরম করুণাময় খোদা তা'লার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন মহান শ্রেষ্ঠতম “ফজিলতে রাহমানী” বা বেলায়তে ওজমার অধিকারী হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ হুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবা এর প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে নব জীবন দান করিয়া মানব জাতিকে সুপথগামী করিয়াছিলেন। জাহেরী বা ইহকালীন জীবিত অবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে “ফয়জ” বা আধ্যাত্মিক উপকার প্রাপ্তির ফলে বহু কামেল অলী উল্লাহর আবির্ভাব দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কতক ছলুক প্রাধান্য গাউছিয়ত ধারার এবং কতক কুতুবিয়ত ভাবধারা প্রাধান্য মজুব ছালেক, মজুব মাহাজ ও মাদার মশরব অলি উল্লাহ রূপে বিকাশ লাভ করেন।

তাঁহার “ফয়জ” প্রাপ্ত প্রীতিভাজন ভ্রাতৃস্পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাহত, কুতুবুল আক্‌তাব মওলায়ে রহমান হযরত মওলানা শাহ হুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রকাশ বাবাজান কেবলা কাবা কুতুবিয়ত ধারামতে মিশ্রিত মাদার মশরব সম্পন্ন মগলুবুল হাল-বিভোর চিত্ত ও কণা পরিত্যক্ত ভাষা তুল্য কামেল অলি উল্লাহ রূপে ছলুক পরিত্যক্ত জজ্বাবতী হাল বা অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। যাহার ফলে তিনি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর প্রতি পতঙ্গ তুল্য আশেক ছিলেন। তিনিও তাঁহাকে অত্যন্ত আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতির নজরে দেখিতেন। কোন কোন সময় তাঁহার প্রতি জজ্বাবতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপে বলিতেন “ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি। তাহাকে আমার একটি চন্দ্র দিয়া নিরাছি।”

তাঁহার মকামে বেলায়তের পরিচয় দিতে গিয়া ইমামে আহলে ছন্নত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ হুফী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) ছাহেব দিওয়ানে আজিজ কিতাবে লিখিয়াছেন- (তাঁহার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হইল) “বাবাজান কেবলা খ্যাতিলায়ে প্রচার সর্বস্থানে, তিনি শাহ আহমদ উল্লাহর বাগানের ফুল নিঃসন্দেহে। জগতবাসীর ঘরে ঘরে সেই ফুলের ফ্রাণ ভ্রমিল, আশেকানদের সিজদার স্থান মাইজভাণ্ডার শরীফ হইলো। শেষ জমানার ছানী ইউছুফ নিঃসন্দেহে তিনি। খোদার নুরের জলুওয়া জান নিঃসন্দেহে তিনি। ফানাকিল্লাহ বাকা বিলাহুর স্তরে যখন পৌছিলেন, চুপের মোহর তাঁহার মুখে তখন তিনি বশিলেন। শেরে বাংলা নাম নাজেম জান সকলে, অলিগণের অমান্যকারী নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে।” হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর বেলায়তী বাগানের সর্ব শ্রেষ্ঠতম ফুল তাঁহার প্রীতি ভাজন ভ্রাতৃস্পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাহত, কুতুবুল আক্‌তাব হযরত মওলানা শাহ হুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর শরাফতের কারণে স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে ২২শে চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে।

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোকরা হযরত মওলানা শাহ হুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পরিভাষায় : “গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলে বিশ্ববাসীর চোখ চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের দিকে ঘুরিয়া যাইবে।” তাঁহার এই মহান প্রেরণাকে বাস্তবায়ন করার জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় তাঁহার মনোনীত সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রুহী ওয়ারেহ আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ হুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেব “জ্ঞানের আলো” নামক ম্যাগাজিনের মাধ্যমে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ছিলজিলা, শজরা, তরিকত, উছুল-নীতি, গাউছে পাকের শান, আজমত, জীবনী-কোরামত, আদর্শ বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার করার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর ভক্তি মহক্বতকে সাবনে রাখিয়া বিভিন্ন স্তরের লেখকগণ অনেক লেখা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাদের স্বয়ং চিন্তা ভাবনাকে স্বাগত জানাইতেছি। আমরা সব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় পত্রস্থ করিতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। অনুর ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আমাদের এই পবিত্র প্রয়াসের সাথে একাত্মতা, আন্তরিকতা ও সহানুভবতায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে বাহারা বিজ্ঞাপন দিয়া এবং আরো বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের নিকট ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই আধ্যাত্মিক প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত তুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিয়া আল্লাহ পাক রাক্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা- সকলের উপর পেয়ারা হাবিব হরকারেদো-আলম (সঃ) এর করুণাবারি, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এবং মওলায়ে রহমান হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) এর ফয়েজ বরকত সর্বাঙ্গিক ও পরিপূর্ণ ভাবে বর্ধিত হউক। আমিন।



কুরআনের আলো

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রেজভী।

অধ্যক্ষ : কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ - وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ -

ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে ধ্বংস হয়ে গেছে, তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং না যা সে উপার্জন করেছে। এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে-সে এবং তার স্ত্রী, লাকড়ির বোঝা মাথায় বহন করীনি তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি। (সূরা লাহাব ১-৫)

শানে নুযুল

সূরা লাহাব এর শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাসসেরীন কেলাম উল্লেখ করেছেন- পবিত্র কুরআনে করিমের অংশ - **وَإِذْ نُنَزِّلُ الْفُتُورَ رَحِيمَ سَالْمُؤْمِنِينَ** অর্থাৎ (ওহে রাসূল! আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন) অবতীর্ণ হলে রাসূলে করিম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহন করে কুরাইশ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে **يَا صَبَاحُ** বলে অথবা আবদে মুনাফ ও আবদুল মুত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এ ধরনের ডাক দেয়া তখন কার আরবে বিপদাশংকার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত) ডাক শুনে কুরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রাসূলে পাক ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি বলি যে, একটা শত্রুদল ক্রমশ এগিয়ে আসছে এবং সকাল-বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতপর তিনি বললেন **لَكُمْ نَذِيرٌ يَدَىٰ بَيْنَ عَذَابٍ شَدِيدٍ** অর্থাৎ আমি (কুফর শিরকের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভিষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে আগায় সতর্ক করছি। একথা শুনা মাত্র আবু লাহাব বলল **تَبَّالِكَ هَذَا جَمْعَتْنَا** অর্থাৎ ধ্বংস হও, তুমি এ জন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছে? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বোখারী ও মুসলিম)

বর্ণিত আছে যে, আবু লাহাব যখন প্রথম আয়াত শ্রবন করল, তখন বলতে লাগল-আমার ভ্রাতৃপুত্র যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমি প্রাণ রক্ষার্থে আমার ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিকে উৎসর্গ করে দেবো। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে আবু লাহাবের এহেন ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে যে, এটা ভুল। এ জগতে কোন বস্তু পর জগতের কাজে আসার নয়, যদি ঈমান না থাকে।

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ আল্লাহ পবিত্র বাণী **مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ** অর্থাৎ আবু লাহাবের কোন কাজে আসেনী তার সম্পদ ও তার উপার্জন এর বাখ্যায় তাফসীর বিশারদগন বলেছেন **مَا كَسَبَ** এর অর্থ ধন সম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি, অর্থ সন্তান সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিন্দীকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন-



ان اطيب مااكل الرجل من كسب وان لده من كسب অর্থাৎ মানুষ যা আহার করে তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং সন্তান-সন্ততিও উপার্জিত বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন ভোগ করাও নিজের উপার্জন ভোগের নামান্তর। (তাফসীরে কুরতুবী শরীফ)

এ কারণে কয়েকজন তাফসীর বিশারদ এ স্থলে **ماكسب** এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আব্দুল্লাহ পাক আবু লাহাবকে আগাদ ধন সম্পদ দিয়েছিলেন, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। নাফরমানির কারণে এ দুটি বস্তুই তার অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

حمالة الحطب و امرأته আবু লাহাব এর ন্যায় তার স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেননা সেও আবু লাহাবের ন্যায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ বিষয়ে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগ্নি ও উমাইয়ার কন্যা। তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আয়াতেই এরশাদ হয়েছে **حمالة الحطب** অর্থাৎ শুষ্ক কাঠ বহনকারীনি। আরবের বাক পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকেও **حمالة** বলা হত। শুষ্ক কাঠ একত্রিত করে যেমন কেউ অগ্নিসংযোগ এর ব্যবস্থা করে পরোক্ষ নিন্দাকারীটিও তেমনি এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জালিয়ে দেয়।

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্নী উম্মে জামিল ও পরোক্ষ নিন্দায় জড়িত ছিল সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। সাইয়েদুনা হযরত ইকরামা রাহিয়াল্লাহু এবং সাইয়েদুনা হযরত মুজাহিদ রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রমুখ মুফাসসেরীন কেরাম **حمالة الحطب** এর তাফসীরই করেছেন। অর্থাৎ পরোক্ষ নিন্দাকারী।

অন্যদিকে সাইয়েদুনা ইবনে যায়েদ রাহিয়াল্লাহু তায়ালা, সাইয়েদুনা বাহহাক রাহিয়াল্লাহু প্রমুখ তাফসীর বেত্তাগন **حمالة الحطب** কে আক্ষরিক অর্থের ব্যবহার করেছেন। শুষ্ক কাঠ বহনকারী এবং এর কারণ বর্ণনা করেছেন, এই নারী বন থেকে কন্টক যুক্ত লাকড়ি বহন করে এনে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর চলার পথে বিছিয়ে রাখত। তার এ নিচ ও হীন কান্ডকে কুরআনে করিমে **حمالة الحطب** বলে ব্যক্ত করেছেন। (তাফসীর কুরতুবী ও ইবনে কাছির শরীফ)

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তার এ অবস্থা হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে “হাক্কুম” ইত্যাদি বৃক্ষ হতে লাকড়ি এনে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। যেমন- দুনিয়াতেও সে স্বামী কে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দেয়। (তাফসীর ইবনে কাছির)

সূরা লাহাবের মর্ম বাণীর আলোকে প্রমাণিত বিষয়াবলী :

প্রথমত : সূরায়ে “লাহাব” এর অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় প্রতিভাত হয়— আব্দুল্লাহ রাক্বুল আলামীনের শানে অশোভন মন্তব্যকারীদের বক্তব্য খণ্ডন করে অকট্য জবাব দিয়েছেন রাসূলে করিম (স:) আর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শানে অবমাননাকর মন্তব্যকারীদের বক্তব্য খণ্ডন করে সমুচিত জবাব দিয়েছেন স্বয়ং আব্দুল্লাহ পাক। অতএব প্রমাণিত হয় যে, আব্দুল্লাহর শত্রুদের বক্তব্যের জবাব দেয়া রাসূলের সুন্নাত আর রাসূলে পাক (স:) এর দুশমনদের বক্তব্যের জবাব দেয়া আব্দুল্লাহ পাকের সুন্নত।

দ্বিতীয়ত : কাকেরগন যে ধরনের বাক্য রাসূলে পাকের শানে ব্যবহার করেন আব্দুল্লাহ পাকও সে ধরনের বাক্য ব্যবহার করে জবাব দিয়েছেন যেমন- আবু লাহাব বলেছে **تبارك** আর আব্দুল্লাহ বলেছেন **لأبي لهب** এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় রাসূলে খোদা আশরাফে আশিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক প্রিয়তম সুহদ।



তৃতীয়ত : কুরআনে করিমে সমস্ত অপরাধীর সাজা বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি হচ্ছে তার, যে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অবমাননা করে। যেমন- কুরআনে করিম তার সম্পর্কে এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে **زُنِيَ** অর্থাৎ জারজ সন্তান অন্য আয়াতে **هُوَ الْاَيُّتِر** অর্থাৎ সে নির্বংশ। আলোচ্য আয়াতে **تَبَيَّنَ يَدَا اَبِي لَهَبٍ** অর্থাৎ আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক। অন্য আয়াতে **لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ** অর্থাৎ- আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। এমন কঠিন শাস্তি অন্য কোন অপরাধীর জন্য উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপভাবে রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐর প্রতি আদব, তাজিম, মুহাক্কাত প্রদর্শনকারীর জন্য যে পুরুষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে অন্য কোন ইবাদতকারীর জন্য সে ঘোষণা করা হয়নি।

চতুর্থত : বড়, অভিজাত, সম্মানিত, বংশ মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্পদশালী লোকও রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে অপদস্থ অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য লোক সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশই বা কি? (তাফসীরে নুরুল ইরফান)

ধ্বংসই নবী-বিদ্বেষীদের অনিবার্য পরিনতি : সুরা লাহাবের মর্ম বাণী এবং অন্যান্য আয়াতে কুরআনে প্রমান বহন করে যে, ধ্বংসই হল নবী বিদ্বেষীদের নিশ্চিত পরিনতি। সুরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু লাহাব তার দুই পুত্র ওতবা, ওতায়বাকে তাদের বিবাহ বন্ধনে থাকা রাসুলে পাকের দু কন্যাকে তালাক দিতে বাধ্য করে। ছোট ছেলে ওতায়বা রাসুলে দরবারে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি পেশ করে স্ব-সম্মানে তালাক দিলেও বড় ছেলে ওতবা অপমানিত করে তালাক দেয়। এতে আল্লাহর হাবীব মনস্কুন হয়ে বদদোয়া করলেন- হে আল্লাহ, বন্য কুকুরগুলোর মধ্যে থেকে কোন এক কুকুরকে বন্য ওতবাব উপর লেলিয়ে দাও। এর পর এই ওতবা ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সফরে গেলে রাতে সকলের মাঝখানে শায়িত অবস্থায় বনের বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে (সুবাহানাল্লাহ)

আবু লাহাবের পত্নী উম্মে জামিল জঙ্গল থেকে কাটা যুক্ত লাকড়ির বোঝা মাথায় বহন করে ফেরার পথে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ কালে গলায় লাকড়ির বোঝার রশি আটকিয়ে ফাস লেগে মর্মান্তিক ভাবে মারা যায় (নাউজুবিল্লাহ)

পবিত্র মক্কার অন্যতম কুরাইশ সর্দার অভিশপ্ত আবু লাহাব বদর যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর দূরারোগ্য দুর্গন্ধময় সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন স্থানে নির্মমভাবে মারা যায়। (নাউজুবিল্লাহ)

এভাবে চরম নবী বিদ্বেষী কুরাইশ সর্দার আবু লাহাব সপরিবারে ধ্বংস হয়ে যায়। তার বংশের অভিজাত্য সামাজিক নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অটল ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি কিছুই তাকে নবী বিদ্বেষের অনিবার্য পরিনতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আল্লাহর অমোঘ বাণী **مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ** এভাবে বাস্তবে কার্যকারী হল।

সহীহ বোখারী শরীফে রয়েছে এক খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করে রাসুলে খোদার কাতেবে ওহী নিযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আবার খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে বলতে লাগল **مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَكْتَبٌ** অর্থাৎ আমি যা লিপিবদ্ধ করি তা ছাড়া মুহাম্মদ কিছুই জানেনা। (নাউজুবিল্লাহ)

অতঃপর এ মুরতাদ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন তাকে দাফন করে চলে গেলে কবর তাকে বের করে দেয়। এ দৃশ্য দেখে তার স্বজনেরা বলতে লাগল- হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবারা এ কাজ করেছে। পরবর্তীতে গভীর গর্ত খনন করে দাফন করা হয়। কিন্তু বারবার তাকে বাহিরে নিক্ষেপ করে। বারবার দাফনের পরও একই ঘটনা ঘটলে সবাই নিশ্চিত হয় যে রাসুলে খোদার দরবার হতে বিতাড়িত ব্যক্তিকে কবরও গ্রহণ করবে না। (নাউজুবিল্লাহ)



“মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমারই মদিরা পাত্র
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।”

- খাদেমুল ফোকরা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, দরজা-এ-অছীয়ে গাউছুল আজম,
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
(মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং
নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব
সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব ঐর সম্পাদনায়
মহান ২২ চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত
“জ্ঞানের আলো”র সফলতা কামনায় নিবেদিত—



ব্রাহ্মুমাণে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঐর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।



হাদিসের আলো

আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী।

প্রধান মুহাদ্দিস, ছেবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

عن عمران بن حصين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادرى اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثا ثم ان بعدكم قوما يشهدون فلا يشهدون ويخونون ولا يوتمنون وينذرون ولا يوفون يطهر فيهم السمن.

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ইমরান ইবনে হুজাইন (র:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-হযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ। অতঃপর যারা তারপর আসবে, তারপর যারা এদের পরে আসবে। হযরত ইমরান বলেন-আমার স্মরণ নেই যে, তিনি তার যুগের পর দুই যুগের কথা বলেছেন, নাকি তিন যুগের উল্লেখ করেছেন। তারপর তোমাদের মধ্যে এমন জাতির আবির্ভাব ঘটবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের থেকে সাক্ষ্য তলব করা হবে না। তারা খেয়ানত করবে, অথচ তাদেরকে আমিন বা আমানত সংরক্ষনকারী বানানো হবে না। তারা নযর বা মান্নত করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না, তাদের মধ্যে মোটা হবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। (বুখারী শরীফ, তাহাবী শরীফ)

অপর বর্ণনায় উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (র:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أى الناس خير قال القرن الذى انا فيه ثم الثانى ثم الثالث

অর্থাৎ একব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রশ্ন করলেন-কোন মানুষ সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন-সর্বোত্তম মানুষ হলো এ যুগের মানুষ, যে যুগে আমি বিদ্যমান আছি। তারপর দ্বিতীয় যুগ (অর্থাৎ তাবৈয়ীন এর যুগ) এরপর তৃতীয় যুগ (অর্থাৎ তা'বে তাবৈয়ীন যুগ)। (মুসলিম শরীফ ও মুসনাদে আহমদ) এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হযরত আবু হুরায়রা (র:) থেকে বর্ণিত হাদিসেও প্রথমোক্ত হাদিসের মত বর্ণনাকারী তাঁর মুবারক সময়ের পর তৃতীয় যুগের কথা অর্থাৎ তা'বে তাবৈয়ীনের পরবর্তী সময়কে সর্বোত্তম কালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিনা তা নিশ্চিত করতে পারেননি।

কিন্তু ইমাম তাবরানী (র:) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (র:) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قرن القرن الذى انا فيه ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع

ইমাম তাবরানী (র:) এর সুত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সর্বোত্তম যুগের সংখ্যা “চার” বলে প্রতিয়মান হয়। অধিকাংশ বিজ্ঞ বর্ণনায় সর্বোত্তম যুগ হিসেবে তিন যুগের কথা বর্ণিত রয়েছে- (১) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাকেরাম এর যুগ (২) তাবৈয়ীন এর যুগ ও (৩) তা'বে তাবৈয়ীনের যুগ। এ সর্বোত্তম তিন যুগকে আরবীতে- **قرون ثلاثة** (কুরুনে ছালাছা) বা তিন সর্বোত্তম যুগ হিসেবে অবিহিত করা হয়। এখানে “চতুর্থ যুগ” হিসেবে তাবরানী শরীফের হাদিসে বর্ণিত বিষয়টি নিয়ে কোন পারিভাষিক শব্দ নেই। অর্থাৎ (১) সাহাবা (২) তাবৈয়ীন (৩) তা'বে তাবৈয়ীন। তা'বে তাবৈয়ীনের পরবর্তীদের জন্য বিশেষ কোন পরিভাষা আমার জানা নেই। বড়জোর ওনাদেরকে “সালফে সালেহীন” হিসেবে অভিহিত করা যায়। এটির পরিধি তুলনামূলক ভাবে ব্যাপক। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে (১) প্রথমযুগ ঐ পবিত্র যুগ যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে বিদ্যমান ছিলেন। অতঃপর (২) দ্বিতীয় যুগে তাঁর ওফাতের পর সাহাবাকেরামের যুগ (৩) তাবৈয়ীন ও (৪) তা'বে তাবৈয়ীন।

আবার অনেকে **قرنى** অর্থাৎ আমার যুগ বলতে খোলাফায়ে রাশেদীন এর সময়কালকে বুঝিয়েছেন। তাঁরা



বলেন-এখানে قرنی শব্দে চার খলীফার প্রত্যেকের নামের শেষ অক্ষর বিদ্যমান। যথা- হযরত আবু বকর সিদ্দিক-এঁর শেষ অক্ষর 'ق' দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (র:) এঁর নামের অক্ষর 'و', তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (র:) এঁর নামের শেষ অক্ষর 'ن' ও চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (র:) এঁর নামের শেষ অক্ষর 'ع' অতএব, قرنی = قرنی-ن-و-ق, এ ব্যাখ্যার আলোকে বলা যেতে পারে যে, (১) প্রথম যুগ হলো খোলাফায়ে রাশেদীন এঁর সময়কাল, (২) দ্বিতীয় হবে অপরাপর সাহাবাকেরামের সময়কাল (৩) তৃতীয় হবে তাবয়ীন ও (৪) চতুর্থ হবে তা'বে তাবয়ীন এ সময়কাল।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র:) এবং ইমাম আবু ইয়াল্লা (র:) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মওলা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমি যখন আহওয়ায এলাকায় চলছিলাম, হঠাৎ আমার সামনে খচ্চরের উপর আরোহিত এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম- হে আল্লাহ, আমার যুগের লোকজন এ উম্মত থেকে বিদায় নিয়েছেন, আল্লাহ তুমি আমাকে তাদের সাথে একত্রিত করে দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মওলা বলেন, আমি বললাম-আমিও আপনার দোয়ায় শামিল হতে চাই। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন- আমার এ বন্ধুকেও তাদের সাথে একত্রিত করে দাও, যদি তিনি ঐ ধরনের ইচ্ছে পোষন করেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম তিন যুগের বর্ণনা পেশ করলেন। হাদিস বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মওলা (র:) বলেন-অতঃপর আমি দেখলাম আমার সামনে খচ্চরের উপর আরোহনকারী ব্যক্তি সাহাবী হযরত বুরায়দা আসলামী (র:)।

উপরোক্ত হাদিসগুলো দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত যে, উম্মতের প্রথম তিন যুগ যথাক্রমে সাহাবাকেরাম, তাবয়ীন ও তা'বে তাবয়ীন এর সময়কাল হচ্ছে পর্যায়ক্রমিকভাবে সর্বোত্তম যুগ। এ শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে মূলকারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র অস্তিত্ব। তাঁকে ঘিরেই সব ধরনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। সাহাবাকেরাম (র:) যেহেতু তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ লাভে ধন্য, তাঁর পবিত্র হাতে ঈমান-ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করার মত সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছে। ঘরে-বাইরে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে, সফরে, সর্বত্র তাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর সাথে ছায়ার মত থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তারা সর্বোত্তম না হয়ে কারা হবে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ এটাই তাঁদের জন্য সর্বাধিক সৌভাগ্যের বিষয়। এ প্রসঙ্গে হযরত জাকির (র:) থেকে বর্ণিত, তিনি হযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণনা করেন-তিনি ইরশাদ করেছেন-

لا تمس النار مسلماً رأى أورای من رأی

অর্থাৎ-জাহান্নামের আগুন ঐ মুসলমানকে স্পর্শ করবেনা যে আমাকে দেখেছে বা আমার সাহচর্য লাভ করেছে (যথা ইবনু আরি শায়বার বর্ণনায় দুটায় এসেছে)। অথবা এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ বা সাহচর্য লাভ করেছে যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে অথবা আমার সাহচর্য লাভ করেছে। (তিরমিযী শরীফ-কিতাবুল মানাকিব) সাহাবাকেরামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সমুহ সংক্ষেপে-

- এক : প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর সাক্ষাত ও সাহচর্য লাভ।
- দুই : তাঁর পবিত্র হাতে ঈমান গ্রহণের সোনালী সুযোগ।
- তিন : ঐ সময় ওহী নাযিল অব্যাহত ছিল। সব সমস্যার সমাধানে ওহী লাভের সুবর্ণ সুযোগ।
- চার : ইসলাম প্রতিষ্ঠার সকল কর্মসূচীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে স্বতস্কৃত অংশগ্রহণ।
- পাঁচ : প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায আদায়।
- ছয় : তাঁর সাথে রোযা, ইতেকাফ, ঈদ ইত্যাদি পালন ও তাঁর বিধিবিধান প্রত্যক্ষ করা।
- সাত : তাঁর সাথে ইসলামী জিহাদে অংশগ্রহণ।
- আট : জান-মাল দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বতস্কৃতভাবে সহযোগীতা করা।
- নয় : প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে প্রথম কাতারে স্থান পাওয়া।
- দশ : হযুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অগাধ ও অকৃত্রিম মুহাব্বত।



এগার : তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রত্যক্ষ সুযোগ, যেমন- তাঁরা রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের
খুশু মুবারক, কফ মুবারক, উচ্চিষ্ট, ওয়ুর অবশিষ্ট পানি, পেশাব মুবারক ও রক্ত মুবারক পাঠ করার বা
ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেছেন। পরবর্তীদের সাধারণতঃ এ সুযোগ নেই।
বার : সব কিছু সরাসরি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে জানার, পাওয়ার এবং সাথে অবস্থান
করার সৌভাগ্য।

তের : সরাসরি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তা'লীম বা প্রশিক্ষণ লাভের সৌভাগ্য।

চৌদ্দ : প্রত্যক্ষভাবে তাঁর থেকে “তায়কীয়া” বা আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের সৌভাগ্য।

পনের : তাঁর মৌজেয়া সমূহ চোখে প্রত্যক্ষ করা।

ষোল : নবী আদর্শের প্রতি সার্বিক আনুগত্য তাঁরই উপস্থিতিতে প্রকাশ করার সৌভাগ্য।

সতের : জ্ঞান লাভের নিশ্চিত ঘোষণা।

আঠার : জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লাভ ইত্যাদি।

মুটিয়ে যাওয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয় নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকেও দেহের ওজন বৃদ্ধি নানা জটিল
রোগের অন্যতম কারণ।

“আমি কি তা সহিতে পারি, দোহাই মওলা মাইজভাগুরী।
করিমেরে কৃপা কর, রহিম রহমান হই।।”

ELITE INTERNATIONAL

C & F AGENT, EXPORT, IMPORT & ALL KINDS OF SUPPLY

Proprietor

MOHAMMED YASHIN

45, Asadgonj, Probasi Bhaban (1st Floor), Chittagong.

MOBILE : 01731-776088

Phone : 626696-97

Fax : 612541

E-mail : elitectg@yahoo.com



বায়াতের আঙ্গিকে মুরশিদ ও মুরিদেদের সম্পর্কের স্বরূপ

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুর
সভাপতি, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মইজভাগারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
ফটিকছড়ি উপজেলা কমিটি, চট্টগ্রাম।

যুগে যুগে পথভ্রষ্ট মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে মহান সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন হেদায়ত ও সুস্পষ্ট ঐশী কিতাব সহকারে। বিতাড়িত শয়তানের প্রলোভনে আচ্ছাদিত গাফেল বান্দাদেরকে খোদার পথে আহ্বান করতঃ দয়াময় সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের প্রয়াসে আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধিগণ (নবী রাসুলগণ) স্বীয় উম্মতদেরকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন ও নবীগণের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় (বায়াতে) আবদ্ধ করেছেন।

তাই বায়াত বা আনুগত্যের দৃঢ় অঙ্গিকার সকল যুগে সকল নবীগণের স্বাসত সূন্যাত।

উপরোক্ত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ঐকান্তিক লক্ষ্যে 'বায়াত' বা দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করা পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সর্বসম্মতভাবে বৈধ।

পরকালীন অশেষ কল্যাণ লাভ ও খোদায়ী শাস্তি হতে পরিব্রাজ পেতে হলে একজন কামেল ব্যক্তি তথা তাসাউফের পরিভাষায় পীর বা মুরশিদ এর সাহচর্য বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

মহান আল্লাহ স্বয়ং নিজেই তাঁর প্রিয় নবী হযরত আহমদ মোজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন ও তাঁর শুভাগমনে প্রত্যেক নবী রাসুলগণ যেন তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য (বায়াত) ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন সে ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গিকার ميثاق গ্রহণ করেন।

যেমন বর্ণিত হয়েছে-

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থ : আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট বিশেষ রাসুল আসেন (যিনি) তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে। তিনি (আল্লাহ) বললেন তোমরা কি অঙ্গিকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিচ্ছে? তারা বললো, আমরা অঙ্গিকার করেছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে এ কথার উপর তোমরা সাক্ষী থাক। আর আমি তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। অতঃপর যে কেহ এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে সেই হলো নাক্ষরমান। (সূরা আল ইমরান, আয়াত-৮১)।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, কোরআন সুন্নাহর আলোকে শতসিদ্ধ বায়াতের মাধ্যমে اصلاح النفس তথা আত্মশুদ্ধির বিশেষ অনুশীলনই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার পরম সোপান।

'বায়াত' এর আভিধানিক অর্থ বিক্রয় করা। যা আরবী শব্দ البيع থেকে উৎকলিত। এ শব্দটির ব্যবহার কোরআনুল করীমে এসেছে احل الله البيع অর্থাৎ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে তথা ব্যবসাকে বৈধ করেছেন।



শরীয়তের পরিভাষায় : কারো আনুগত্যের অঙ্গিকার করা কারো কথা বা আদেশ নিষেধ পালন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এতদব্যতীত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অবিরাম সাধনায় রূহানী উন্নতিজয়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে পীরে কামেলের নিকট আনুগত্যের অঙ্গিকার করা এবং তাঁর কথা বা আদেশ নিষেধ পুংখানোরূপে পালন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার নাম বায়াত।

বায়াতের স্ব পক্ষে কোরআন মজিদ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْخ (سورة الممتحنة)
হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনার নিকট মুমিন রমণীরা আসলে তাদেরকে বায়াত করুন-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (سورة الفتح)

নিশ্চয় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলো।
(সূরা- আল ফাতাহ-৪৮:১৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة)
হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ কর আর তাঁর পথে জিহাদ করো এ আশায় যে সফলতা পেতে পারো। (সূরা- আল মায়িদা- ৫:৩৫)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَرْقٌ أَئِذْ يَبْهَمُ فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْتَكُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفتح)

অর্থ : নিঃসন্দেহে যারা আপনার কাছে আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করে, তারা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই কাছে আনুগত্যের বায়াত (শপথ) করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করে, আল্লাহ সন্তুষ্টি তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (সূরা- আল ফাতাহ- ৪৮:১০)

বায়াতের সমর্থনে হাদীস শরীফ :

পীরে কামেলগণ আপন মুরীদগণের নিকট হতে যে বায়াত গ্রহণ করেন তা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নিম্নলিখিত হাদিস শরীফ দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়।

(ক) হযরত উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, একদিন একদল সাহাবী রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে বেঁটন করে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন, (এ সকল কথার উপর) তোমরা আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করঃ (১) তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেও শরীক করবে না (২) চুরি করবে না (৩) ব্যভিচার (ঘিনা) করবে না (৪) নিজেদের সন্তানদেরকে বধ করবে না (৫) কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোন মা'রুপ বা (শরীয়ত সংগত) বিষয়ে অবাধ্য হবে না। (হযরত উবাদা (রাঃ) বলেন) আমরা এ সকল কথার উপর তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করলাম (متفق عليه، مشكوة)।

(মিশকাত, হুহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)।

(খ) হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- একদা আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরজ করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বায়াত করুন। তিনি রাসুলুল্লাহ



(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তোমাকে এই শর্তে বায়াত করছি যে, তুমি এক অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে মুসলমানদেরকে ভাল উপদেশ দিবে এবং শিরক থেকে বিরত থাকবে।

(গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

তিনি বলেছেন যে, আমরা যখনই শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর বায়াত গ্রহণ করতাম প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে এরশাদ করতেন যে আমি তোমাদের থেকে ঐসব জিনিসের ব্যাপারে বায়াত গ্রহণ নেব যেসব বস্তুর উপর তোমাদের (পালনের) সামর্থ্য বা শক্তি আছে।

(ঘ) হযরত আজজা বিনতে খায়েল (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি হযরত নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হলেন আর এই বিষয় সমূহে বায়াত গ্রহণ করলেন যে, কখনো ব্যভিচার (যিনা) করবেন না, চুরি করবেন না, নিজের সন্তানকে জীবিত কবরস্থ করবেন না চাহেতো প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে হোক।

তিনি (রাবী) বলেন, আমি প্রকাশ্যে নিজ সন্তানকে কবরস্থ করার ব্যাপারে জ্ঞাত আছি, কিন্তু অপ্রকাশ্যে কবরস্থ করার ব্যাপারে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) থেকে জিজ্ঞেস করিনি এবং তিনিও (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে কিছু বলেন নি। এরপর আমার মনে উদ্বেগ হলো যে ইহার থেকে উদ্দেশ্য হলো শিশুদেরকে দুষ্কপান না করানো। খোদার শপথ আমি কখনো আমার সন্তানদেরকে দুষ্কপান থেকে বিরত রাখব না। (তবরানী, মাজমাউল জাওয়ায়েদ)

উল্লেখ্য যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ছাড়াবায়ের কেরামগণ থেকে নানাভাবে বায়াত নিয়েছেন। কখনো ইসলামের উপর বায়াত নিয়েছেন। কখনো নেক আমল, হিজরত, পারস্পরিক সাহায্য, দীন, জিহাদ এবং

(سمع وطاعت) অনুশীলন ও আনুগত্যের বায়াত নিয়েছেন।

বায়াতের এই পরম্পরা সূত্রাত প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) থেকে শুরু করে ছাড়াবায়ের কেরামগণ এবং তৎপরবর্তী ছুফিয়ায় কেরামগণের মাধ্যমে ত্বরীকতের মাশায়েখগণের ছিলছিলার ধারাবাহিকতায় কিয়ামত অবদি জারি থাকবে।

প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন আমি যে পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত করতে থাকব তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট বায়াত গ্রহণ করতে থাকবে। অনুরূপ হযরত উমর (রাঃ) থেকে শুরু করে পরবর্তী খোলাফায় রাশেদীনগণের বায়াতের স্বরূপ ছিল নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বায়াতের অনুরূপ।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ওফাত প্রাপ্ত হলেন এবং ফারুককে আযম উমর (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন আমি আরজ করলাম হে খলিফাতুল মোসলেমীন আপনার হস্তদ্বয় মোবারক প্রসারিত করুন যেন আমি আমার সাধ্যানুযায়ী (سمع وطاعت) অনুশীলন ও আনুগত্যের উপর বায়াত গ্রহণ করি।

বায়াতের আবশ্যিকতা :

উপরোক্ত কোরআন সূত্রাহর আলোকে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রূহানী উৎকর্ষ সাধনের অবিরাম প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জনের একমাত্র নিরাপদ পথ হলো এমন মুরশিদে কামেলের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা যিনি মা'রুফাত ও খোদাতত্ত্ব ঐশী শক্তির সম্মোহনী কৃপায় স্বীয় মুরিদের কুলবকে পাপ পঙ্কীলতা থেকে মুক্ত করে ত্বরীকতের বিভিন্ন সোপানে পথ পত্রিম্বায় উন্নীত করে দিবেন যাতে নূরে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সাথে



রহানী সম্পর্ক স্থাপন করে 'মাকামে ইহসান' তথা আল্লাহ তায়ালা বিশেষ নৈকট্য লাভ হয়। আর এই সুমহান মর্যাদা অর্জন পীরে কামেল ছাড়া অসম্ভব। যাহা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা বারংবার প্রমাণিত।

অসাধারণ সাধনার ক্ষেত্রে আল্লাহর ওলী তথা যারা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তাঁর নৈকট্য অর্জন করেছেন তাদের পন্থত ও পথ অনুসরণ করার জন্য পবিত্র কোরআনে তাগিদ এসেছে। আল্লাহ এরশাদ করেন-

واتبع سبيل من اصاب الى (لقمان)

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয়েছে তাঁর পথ অনুসরণ কর। সূরা- লোকমান, আয়াত-১৫

পবিত্র হাদিস শরীফে বায়াতের আবশ্যকীয়তার উপর কঠোরভাবে জোর দেয়া হয়েছে। বায়াত ও ইমামতে কুবরা সম্পর্কে সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে যে-

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاجحة له - ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (رواه المسلم)

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলো, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে, তার হাতে কোন দলিল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, তার গর্দানে বায়াত (আনুগত্যের) বেড়ি থাকলো না সে জাহেলীয়াতের মৃত্যুতে মৃত্যুবরণ করলো।

(وجوب ملازمة جماعة المسلمين) (موسليم, আস সহীহ, কিতাবুল ইমরা, অধ্যায়)

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত তালহা (রাঃ) এর কাজ (فعل) এবং হযরত আমিরুল মু'মেনীন মাওলা মুসলেমীন আলী মুরতাদা (রাঃ) উক্তি সুস্পষ্ট দলিল। বায়াতের অপরিহার্যতার ব্যাপারে এ দুই মহান সাহাবীর উক্তি ও কর্ম দলিলের জন্য যথেষ্ট।

ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত তালহা (রাঃ) স্বীয় ইজতেহাদী জুল স্বীকার করে আমিরুল মু'মেনীন হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে যখন বায়াত গ্রহণ করার জন্য আমিরুল মু'মেনীন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছানো তার পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না, তখন তার পাশ দিয়ে আমিরুল মু'মেনীন এর একজন সেনা সদস্য অতিক্রমকালে তাকে ডেকে হযরত তালহা (রাঃ) সেনা সদস্যের হাতে বায়াত তাজবীদ পড়লেন। এর পরক্ষণেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। পরবর্তীতে হযরত আমিরুল মু'মেনীন আলী (রাঃ) এ ঘটনা শুনে বললেন- ابى الله ان يدخل طليحة الجنة الا وبيعتي في عنقه

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা তালহার জান্নাতে যাওয়া চাননি যতক্ষণে আমার বায়াত তার স্কন্ধে ছিলো না।

(كتاب معرفة الصحابة) (হাকিম, মুত্তাদরক, অধ্যায়)

খাদেমুল ফোকরা হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগারী (কঃ) যথার্থই বলেছেন, "এই খোদাতৈদী সংসার অনাসক্ত লোকের সংশ্রব ছাড়া খোদায়ী আমানত 'তৌহিদ' বা খোদা পরিচয় দায়িত্ব আদায় ও তাহার নৈকট্য লাভ সম্ভব নহে, যাহা সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজেব এবং আদলে মোত্লাকের সহায়ক।" (বেলায়তে মোত্লাকা)।

প্রকৃতপক্ষে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত মা'রুফাত অর্জন করার ঐকান্তিক ইচ্ছা যাদের অন্তরে লালন করছে তাদের জন্য পীরে কামেল তথা মুরশিদে বরহক এর বায়াত বা দীক্ষা গ্রহণ করা ওয়াজিব। এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, তরীকতের নিগূঢ় রহস্য ও মা'রুফাতের প্রকৃত অবস্থা (হাকিকত) হাছেল এর ক্ষেত্রে কামিল পীর মুরশিদের বায়াত বা সাহায্য ছাড়া অসাধ্য ব্যাপার।

তরীকত ও মা'রুফাতের পথ অত্যন্ত সুক্ষ্ম। তাই কামেল পীর মুরশিদ ব্যতীত এ পথ পাড়ি দেয়া অসম্ভব। এ পথের



অনেক বড় বড় অভিযাত্রীকে অভিশপ্ত শয়তান এমনভাবে পথভ্রষ্ট করেছে, যে জমীনের নিম্নস্তরে পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং কামেল মুরশিদের তত্ত্বাবধান ছাড়া নিরাপদে গমন করার দাবী দুঃসাহস মাত্র।

সম্মানিত ইমামগণ বলেছেন, “কোন ব্যক্তি যতো বড় আলিম, যাহিদ ও কামিল হোক না কেন, তার উপর ওয়াজিব হলো কোন ওলী-ই আরিফকে নিজ মুরশিদ হিসেবে গ্রহণ করা। এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

আবদুল ওহাব শারানী মিয়ানুশ শরীয়ত গ্রন্থে আল মিয়ান আল কুবরা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন-

فعلم من جميع ما قررناه وجوب اتخاذ الشيخ لكل عالم طلب الوصول الى شهود عين الشريعة الكبرى ولو اجمع جميع أقرانه على علمه وعمله وزهده وورعه ولقبوه بالقضية الكبرى.

অতএব জানা গেল যে, প্রত্যেক আলিম, যে মহান শরীয়তের নিগূঢ় তথ্য অবলোকনের মর্যাদায় পৌঁছতে চান, তার জন্য কোন কামিল শায়খ (পীর মুরশিদ) এর শিষ্যত্ব (বায়াত) গ্রহণ করা ওয়াজিব। যদিও তার যুগের সকল লোক তার ইলম, আমল, যুহুদ-পরহেজগারীর উপর ঐক্যমত পোষণ করে এবং এমন কি যদি তাকে কুতুবিয়াত কুবরার উপাধিও দেওয়া হয়। (মিয়ানুশ শরীফ, অধ্যায়) (الميزان الكبرى)

বায়াতের প্রকারভেদ :

স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের একমাত্র উদ্দেশ্যে যারা পীরে কামেল মুরশিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন তারা দু ভাবে বায়াতের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

(১) বায়াতে বরকত (بيعت بركة) (২) বায়াতে এরাদাত (بيعت ارادت)

এক. বায়াতে বরকত : বায়াতে বরকত শুধু তাবাররোক (বরকত লাভ) এর নিমিত্তে তরীকতের ছিলিলায় প্রবেশ করা। বর্তমানে সাধারণ বায়াত সমূহ এ প্রকারই। তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রকার বায়াতের জন্য মুরশিদের মধ্যে শায়খে ইস্তিলালের শর্ত চতুষ্টয় একত্রে পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হবে।

বায়াতে বরকতের ফযিলত :

এ ‘বায়াতে বরকত’ গ্রহণ করাও অনর্থক নয় বরং ইহলোক ও পরলোকে এটাও অনেক উপকারে আসবে। প্রথমত এই বায়াতের দ্বারা খোদা প্রেমিকদের দণ্ডরে নাম লেখানো, তাদের সাথে ছিলিলায় সম্পৃক্ত হওয়া যা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

১. আল্লাহর প্রকৃত গোলামদের পথে এ বিষয়ে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রিয় নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন- “من تشبه بقوم فهو منهم” যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

(আবু দাউদ আস সুনান, অধ্যায়) (كتاب الداس)

সায়্যিদুনা শায়খুশ শুযুখ শিহাবুল হক ওয়াদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (রাঃ) আওয়ারিফুল মা’রিফ গ্রন্থে বলেন-

واعلم ان الحرقه حرقتان حرقه الارادة وحرقه التبرك- والاصل الذي قصده المشايخ للمريدين حرقه الارادة وحرقه التبرك من تشبه بحرقه الارادة فحرقه الارادة للمريد الحقيقي وحرقه التبرك للمتشبه- ومن تشبه بقوم فهو منهم.

প্রকাশ থাকে যে, খিরকা দুটি, খিরকা-ই ইবাদত ও খিরকা-ই তাবাররুক। পীরগণ মুরিদদের থেকে খিরাক-ই ইবাদতই কামনা করেন। আর খিরকা-ই তাবাররুক তাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করারই নাম। তাই প্রকৃত মুরিদের জন্য খিরকা-ই ইবাদত এবং সাদৃশ্য অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে খিরকা-ই তাবাররুক। যে কোন জাতির



সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (সোহরাওয়ার্দী, আন্তারিক্য মা'আরিফ- পৃষ্ঠা ৭৯)।

২. বায়াতে তাবারক্ক এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দাদের সাথে একটি মুক্তামালায় প্রোথিত হওয়া যায়। প্রিয় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) هم القوم لا يشقى بهم جليسهم তারা ঐসব লোক তাদের সাথে উপবেশনকারীও দুর্ভাগা হয় না। (আহমদ ইবনে হাম্বল- আল মসনদ ২/২৫২)

৩. 'বায়াতে তাবারক্ক' এ দ্বারা খোদা প্রেমিক বান্দাগণের করুণা বা দয়া (احسان) হাসিল হয়। খোদা প্রেমিকগণ আল্লাহর রহমতের নিদর্শন। তারা তাদের নাম স্মরণকারীকেও আপন করে নেন এবং তার উপর করুণা দৃষ্টি রাখেন।

'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। একদা হজুর সৈয়দুনা গাউছুল আজম দস্তগীর (রাঃ) এর কাছে আরজ করা হলো যে, যদি কোন ব্যক্তি হজুরের নাম উচ্চারণ বা স্মরণকারী হয় অথচ সে হজুরের ত্বরীকায় বায়াত গ্রহণ হয়নি, না হজুরের খিরকা পরিধান করেছে, সেকি হজুরের মুরিদের মধ্যে গণ্য হবে? তখন হজুর গাউছে পাক (রাঃ) বললেন-

من انتهى الى قبلة الله تعالى وتاب عليه ان كان على سبيل مكروه وهو من جملة أصحابي-
وان ربي وعدني ان يدخل اصحابي واهل مذهبي وكل محب لي الجنة.

"যে স্বয়ং নিজেকে আমার প্রতি সম্পৃক্ত করবে আর নিজেকে আমার গোলামদের দণ্ডেরে শামিল করবে আল্লাহ তাকে কবুল করেন, আর যদি সে কোন অপছন্দনীয় পথে থাকে তবে তাকে তওবা করার অবকাশ দেবেন, আর সে আমার মুরিদের দলের অন্তর্ভুক্ত। এবং আমার রব আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি আমার মুরিদ, আমার মহাবাবলম্বী আর আমাকে যারা মুহব্বত করে প্রত্যেককেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

(শাতনুদী বাহজাতুল আসরার- পৃষ্ঠা ১০১)

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এরশাদ করেছেন- "যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাকে আমি উম্মুক্ত সাহায্য করিব। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশরতক্ জারি থাকিবে।"

এখানে হযরতের আরও অনেক ইস্তিবহ মূল্যবান কালাম শরীফ রচিত আছে যা দ্বারা তার অনুসারী বা অনুগ্রহ প্রার্থী জনগণ প্রত্যেকের সুবিধানুযায়ী যেন তার কহরজ বরকত হাছেল করতে পারে।

দুই. বায়াতে এরদাত এর বর্ণনা :

বায়াতে এরদাত হচ্ছে নিজ ইচ্ছা ও স্বাধীনতা হতে একেবারেই বের হয়ে সত্যিকার আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত পীর ও মুরশিদের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়া। একমাত্র তাঁকে নিজের হাকেম (বিচারক), মালিক (স্বত্বাধিকারী), পরিচালক ও অভিভাবক হিসেবে জানা। তাঁর প্রদর্শিত পথ দিয়েই ত্বরীকতের পথে চলা। তাঁর কোন নির্দেশ বা কাজ নিজের কাছে সঠিক মনে না হলে তা খিজির (আঃ) এর কর্মের মতো মনে করা এবং (সঠিক মনে না হওয়াকে) নিজের বিবেকের ক্রটি বলে জানা। তাঁর কোন কথাতে অন্তরেও প্রশ্ন উত্থাপন না করা। নিজের সকল বিপদ আপদ তাঁর কাছে পেশ করা। বস্তুত তাঁর কাছে জীবিত হয়েও মৃতের মতো থাকা। এটাই হলো সালিক বা প্রকৃত ত্বরীকত পন্থীদের বায়াত। আর এটাই মুরশিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছায়। আর এ ধরনের বায়াত-ই হজুর আকদাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) স্বীয় সাহাবীগণদের থেকে গ্রহণ করেছেন। যেমন- হযরত উবাদা ইবনে সামিত আনসারী (রাঃ) এরশাদ করেছেন যে-



بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره علينا وعلى ان لاتنازع الا مراهمه .

আমরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হতে এ মর্মে বায়াত করেছি যে, সকল সহজ ও কঠিন, সকল খুশি ও দুঃখে তাঁর নির্দেশ মান্য করবো এবং আনুগত্য করবো আর নির্দেশ দাতার কোন আদেশের বিরোধিতা করবো না। (বুখারী আস সহীহ, অধ্যায়)। (২/১০৪৫)।

আওরাফিল মা'আরিফ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,

دخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله ورسوله واحياء سنة المبايعة

“মুরশিদের নির্দেশাধীন হওয়া মানে আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশাধীন হওয়া আর তা বায়াতের সূনাতকে জীবিত করা।” (সোহরাওয়ার্দী- আওরাফিল মা'আরিফ- পৃষ্ঠা ৭৮)।

প্রকৃতপক্ষে শায়খ বা পীরের নির্দেশ মূলতঃ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশ আর রাসুলের নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহর নির্দেশ অমান্য কারো সুযোগ নেই। এরশাদ হচ্ছে-

وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللا مبينا .

এবং না কোন মুসলমান পুরুষ না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে এবং যে কেউ আল্লাহ রাসুলের নির্দেশ অমান্য করে সে নিশ্চয় স্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। (সূরা আহযাব, আয়াত- ৩৩-৩৬)।

পূর্বেই বলা হয়েছে 'বায়াতে ইবাদাত' অর্জনে আমিত্বকে ভুলুষ্ঠিত করে স্বীয় আত্মাকে মুরশিদের নিকট সঁপে দিতে হয়। আওরাফিল মা'আরিফ গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

ولا يكون هذا الا ليريد حصر نفسه مع الشيخ وانسلخ من ارادة نفسه وفى فى الشيخ بترك اختيار نفسه

বায়াতে ইবাদাত অর্জন করা একমাত্র ওই লোকের জন্য সম্ভব যে স্বীয় আত্মাকে মুরশিদের নিকট বন্দী করেছে এবং স্বীয় ইচ্ছা হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে আর নিজ স্বাধীনতা ছেড়ে আপন শায়খের মধ্যে ফানা (বিলীন) হয়ে গেছে। (সোহরাওয়ার্দী- পৃষ্ঠা ৭৮)।

একজন মুরিদ যাঁটি নিয়তে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পরম আশা ও ভক্তি নিয়ে সঠিক সিলসিলার অধিকারী কামিল মুরশিদ বা পীরের হাতে পবিত্র বায়াত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে স্বীয় পীরে কামিল বা মুরশিদের সাথে যে নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয় তা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানে অটুট থাকে। সাধারণত আমরা জানি দুনিয়ার সকল আত্মীয়তার বন্ধন যেখানে মৃত্যুর সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে

সেখানে পীর মুরশিদ ও মুরিদের সম্পর্ক পরম আবদ্ধতায় অবিচ্ছিন্ন ও অটুট বন্ধনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। বিশেষতঃ আহলে বায়াতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ধারাবাহিকতার আদিকে বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে মুরশিদ ও মুরিদের সম্পর্ক ইহকাল ও পরকালে সর্ব অবস্থায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে অটুট থাকে। এটা প্রিয় নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন প্রিয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন- ان كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي وان رحى موصولة في الدنيا والاخرة .



অর্থাৎ : শুনে রাখো- প্রত্যেক বৈবাহিক সম্পর্ক ও বংশীয় সম্পর্ক ক্রিয়ামতের দিনে ছিন্ন হয়ে যাবে কিন্তু আমার বৈবাহিক ও বংশীয় সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হবে না। আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন দুনিয়া ও আখেরাতে অবশ্যই অটুট থাকবে। (ইমাম তাবরানী ও ইমাম বাজ্জার)।

অতএব, পবিত্র বায়াতের মাধ্যমে কামিল মুরশিদ ও মুরিদদের সাথে যে আধ্যাত্মিক বন্ধনের সৃষ্টি হয় তা পিতা পুত্রের সম্পর্কের চেয়েও অধিক নৈকট্যপূর্ণ।

B
F

“মুশীদে বরহক সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব কেবলার করুণা প্রত্যাশী।।”

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি

মরিয়ম নগর শাখা-

Mohammad Moin Uddin (Jahed)

Mobile : 01682-250318

Friend's

Fashion & Beauty

30/B Gulzar Tower-1st Floor

Chawkbazar, Chittagong.

“কি গাহিব শান তোমার মওলা শাহে দেলাওর।

অহীয়ে গাউছুল আজম এই ভবেতে লকব তোমার।।”






গাউছিয়া রহমানিয়া হোটেল

উন্নতমানের খাবারের বিপুল সমাহার।

প্রোপ্রাইটর : আব্দুচ্ছালাম সওদাগর

মোবাইল : ০১৮১৭-২৪২০২৩, ০১৮১৯-১৩২৮৮২

ইউনিট (২) রওজা পুকুরের উত্তর পূর্ব পাড়

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।



বেশী পুরাতন কুরআন শরীফ সংক্রান্ত ফতোয়া

আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছির রহমান ।

প্রধান মুফতি, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده نصلی علی رسولہ الکریم و علی اله واصحابہ وعلماء امتہ وفقهاء ملتہ وعلینا معهم أجمعین، أما بعد !
যদি কুরআন শরীফ অনেক বেশী পুরাতন হয়ে তিলাওয়াতের অনুপযোগী হয়ে যায় এবং এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয় তখন একটি পবিত্র কাপড় দ্বারা মুড়িয়ে পবিত্র স্থানে (যেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয় না) দাফন করে ফেলা উত্তম । অর্থাৎ একটি গর্ত কবরের মত খনন করে, আর তাতে মাসহাফ মোবারক (পুরাতন কুরআন শরীফ) রেখে তার উপর ছাদ দিয়ে মাটি চাপা দিবে । অথবা, লাহাদ কবর খনন করবে, যাতে সরাসরি পুরাতন কুরআন শরীফের উপর মাটি না পড়ে, কারণ কুরআন শরীফের উপর সরাসরি মাটি পড়লে তাও এক প্রকার সম্মানের পরিপন্থী । এ ব্যাপারে হানাফী মযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের উদ্ভূতি নিয়ে পেশ করা হল :

০১ । আল ফাতওয়াল হিন্দিয়া ৫ম খন্ড ৩২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

المصحف إذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى من وضعه موضعا يخاف أن يقع عليه النجاسة أو نحو ذلك يلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى اهالة

অর্থ : যখন মাসহাফ (কুরআন শরীফের পাড়ুলিপি) এত বেশী পুরাতন হয়ে যায় যে, যা পড়ার অনুপযোগী এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় । তখন উক্ত পুরাতন কুরআন শরীফ কে একটি কাপড় দ্বারা জড়িয়ে দাফন করতে হবে । আর যেখানে রেখে দিলে নাপাকি ইত্যাদি লাগার আশংকা আছে, সেখানে রাখার চেয়ে দাফন করাটাই উত্তম । আর (দাফন করার জন্য) লাহাদ কবর খনন করবে । কারণ, পুরাতন কুরআন শরীফ যখন জীর্ণসীর্ণ হয়ে যায় এবং দাফন করা হয়, তখন তাঁর উপর মাটি চাপা দিলে অসম্মান জনক, কিন্তু যখন পুরাতন কুরআন শরীফকে দাফনের পর তাঁর উপর ছাদ দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হলে পুরাতন কুরআন শরীফের উপর মাটি লাগার সম্ভাবনা থাকেনা, এটা খুবই উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি । এভাবে গারায়ের কিতাবেও আছে ।

আরো উল্লেখ্য থাকে যে, এ ধরনের পুরাতন ও তিলাওয়াতের অনুপযোগী কুরআনের পাড়ুলিপি আশুনে পুড়ানো যাবে না । যেমন আলমগিরী তথা ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ৫ম খন্ড ৩২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القراءة عنه لا يحرق بالنار أشار إلى هذا في السير الكبير وبه نأخذ كذا في الذخيرة- ولا يجوز في المصحف الخلق الذي لا يصلح للقراءة أن يجلبه .

অর্থাৎ : পবিত্র কুরআনের পাড়ুলিপি যখন বেশী পুরাতন হয়ে যায় এবং পড়ার অনুপযোগী হয়ে যায় তখন তা আশুনে পুড়ানো যাবে না । (বরং তা দাফন করবে) । ইমাম মুহাম্মদ শায়বানি (রহ:) আস সিয়াকুল কবির কিতাবে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন । আর আমাদের হানাফী ফকিহগণ এটাকে গ্রহণ করেছেন, অনুরূপ যখিরাহ কিতাবের মধ্যেও রয়েছে । আর এমন পুরাতন কুরআন শরীফের পাড়ুলিপি যা পড়ার উপযুক্ত নয়, তা (আবার) বাধাই করে রাখা জায়েয নেই ।



০২। আদ দরকুল মুখতার, কৃত: ইমাম আলাউদ্দিন হাছকফী হানাফীর ১ম খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم إنتهى .

অর্থাৎ : পুরাতন কুরআন শরীফের পাতুলিপি যদি পড়ার উপযোগী না থাকে তখন তা মুসলিম মৃতের মত দাফন করা হবে।

০৩। রদুল মুখতার, কৃত ইমাম ইবনে আবেদিন শামী হানাফী (রহ:) ১ম খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

أى يجعل فى خرقه طاهرة ويدفن فى محل غير ممتن لا يوطاء إنتهى .

অর্থাৎ : উক্ত পুরাতন ও পড়ার অনুপযোগী কুরআন শরীফকে পবিত্র একটি কাপড়ের টুকরা জড়িয়ে এমন পবিত্র স্থানে দাফন করে দিবে যে স্থান অসম্মান জনক নয়।

০৪। আল বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকারেক, কৃত: ইমাম ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী (রহ:) ১ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وفى التجنيس المصحف إذا صار كهنا أى عتيقا وصار بحال لا يقرأ فيه وخاف أن يضيع يجعل فى خرقه طاهرة ويدفن لان المسلم إذا مات يدفن فالمصحف إذا صار كذلك. كان دفنه أفضل من وضعه موضعا يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك.

অর্থাৎ : তাজনীস কিতাবে রয়েছে কুরআন শরীফের পাতুলিপি যদি এমনভাবে পুরাতন হয়ে যায় যে, যা পড়ার উপযোগী নয় এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন তা পবিত্র একটি কাপড়ের টুকরায় জড়িয়ে দাফন করা হবে। যেভাবে কোন মুসলমান মারা গেলে দাফন করা হয়। আর পবিত্র কুরআনের পুরাতন পাতুলিপিকে দাফন করা ইহা উত্তম। কারণ ওটাকে এভাবে কোথাও রেখে দিলে তাঁর উপর নাপাকি লাগার সম্ভাবনা থাকে। তদ্রূপ বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠায় ছদরুশ শরীয়া মুফতি আমজাদ আলী খান (রহ:) পবিত্র কুরআনের পুরাতন পাতুলিপিকে দাফন করাটা উত্তম বলেছেন।

সুতরাং জীর্ণশীর্ণ একেবারে পুরাতন কুরআন শরীফের পাতুলিপিকে আগুনে না জালিয়ে বা পানিতে না ফেলে পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে পবিত্র স্থানে দাফন করাটাই উত্তম পন্থা। এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও উত্তম পন্থা।

উপরোক্ত বিষয়ে এটাই ইসলামী শরীয়তের ফতোয়া/ফয়সালা। বিষয়টি স্পর্শকাতর ও অত্যন্ত জরুরী, এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

هذا ما حصل لى من الجواب والله ورسوله أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على النبي المختار وعلى اله واصحابه وعترته وعلماء أمتة وفقهاء ملتة إلى يوم الحساب .



অনুতাপহীন অপরাধ নাজাতের অন্তরায়

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ আনিসুজ্জমান ।

আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ।

খতিব : হযরত খাজা গরীব উল্লাহ শাহ (রহ.) মাজার জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম ।

আদম (আ.) ও মা হাওয়া বেহেশত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করার সময় চিরশত্রু শয়তান সহকারেই অবতরণ করেন । সে সময় তাঁদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশটুকু কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে । আল্লাহ তালা বলেন, ‘আমি তাঁদের প্রতি নির্দেশ দিলাম, তোমরা দু’পক্ষ পরস্পর শত্রু হয়ে পৃথিবীতে নেমে পড়’ । [২:৩৬, ৭:৩৪] সেই চিরশত্রুর প্ররোচনায় মানুষ গুনাহতে লিপ্ত হয়ে পড়ে । আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করলে আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে তাকে ক্ষমাও করে দেন ।

সূরা ফুরকানের ৭০তম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি তাওবা করবে, ঈমানদার হবে এবং সৎকাজ করবে, এমন লোকদের খারাপ কাজগুলোকে আল্লাহ ভালকাজে পরিবর্তিত করে দেবেন, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু ।’ মানুষ মাত্রই ভুল করে, তবে ভুল স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে থাকেন ।

আল্লাহ যা হালাল করেছেন, মুমিন তা হালাল জেনেই গ্রহণ করবে, আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন মুমিন তা হারাম জ্ঞানে বর্জন করে চলবে ।

মুমিন বান্দা গুনাহ্‌গার হলেও সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয় । কুফর ও শির্ক ছাড়া এমন কোন গুনাহ নেই যার ক্ষমা পাওয়া যায় না । তা ছাড়া কবীরাগুনাহ বা বড় বড় গুনাহ তথা মহাপাপ’র দ্বারা মানুষ কাফির হয় না । এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা আতের আকীদা । তবে গুনাহকে যতক্ষণ সে গুনাহ মনে করে, ততক্ষণ ক্ষমার অবকাশ পাওয়া যায় ।

কিন্তু যদি তা হালাল বা বৈধ জ্ঞানে করা হবে, অথবা এটাকে গুনাহ বলেই মানে না, তখন পাপ আর পাপ থাকেনা, তা কুফরীতে উপনীত হয় । অপরাধীর মধ্যে যতক্ষণ অপরাধবোধ বিদ্যমান ততক্ষণ তার তাওবা করারও সুযোগ থাকে । আল্লাহ না করুন, অপরাধপ্রবণতা যদি এতই প্রকট হয় যে, তার ভেতরে অপরাধবোধের লেশমাত্র থাকে না তখন তা হয় অমার্জনীয় ।

এমন হতভাগা কিছু পাণিষ্ঠ আছে, যাদের চোখে স্বীয় অপকর্ম সুন্দর মনে হয় । ক্ষেত্রবিশেষ পাপবোধও থাকে না; বরং পাপকর্মে অহঙ্কার ও গৌরববোধ করে । এরা পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে । এরা বদনসীব, হতভাগ্য । মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘তবে কি ওই ব্যক্তি, যার মন্দ আমলকে তার জন্য সুসজ্জিত করে দেয়ায় তা সে সুন্দররূপে দেখে, (সে হেদায়েতপ্রাপ্তব্যক্তির মত হয়ে যাবে?) এজন্য আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন, এবং যাকে চান হেদায়েত দান করেন । অতএব, আপনার আত্মা যেন তাদের প্রতি আক্ষেপগ্রস্ত না হয় ।

নিঃসন্দেহে তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ উত্তম অবগত ।’ (৩৫:৮) এ আয়াত আবু জেহেল ও যক্বা শরীফের ওই সব মুশরিকদের প্রসঙ্গে নাথিল হয়, যারা কুফর ও শির্কের মত জঘন্য অনাচারকে শয়তানের প্ররোচনায় উত্তম কাজ বলেই বিবেচনা করত ।

কারণ তাদের চোখে ওই কাজগুলো সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে তাদের কাছে তাই শোভনীয় মনে হয়েছে । অপর এক মত অনুযায়ী, এ আয়াত বিদআতী বা কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট ধর্মাচারে অভ্যস্ত বিভ্রান্ত মানুষ এবং কুপ্রবৃত্তির অনুগামী লোকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের মধ্যে রাফেযী (তথা শিয়া) ও খারেজী বা বিদ্রোহী সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।



কারণ তারা তাদের বাতিল মতবাদকেই সঠিক ও উত্তম বলে মনে করে। আর তাদেরই দলভুক্ত বাতিল ফিকরার সব দলই। তাই সে ওহাবীপন্থি হোক, বা গাইরে মুকাল্লিদ (যারা মশহাব মানে না); মির্যাদি হোক কিংবা চক্রালভী হোক। কিন্তু ওই সব গুনাহগার যারা স্বীয় পাপকর্মগুলোকে মন্দ ও অবৈধ জ্ঞান করে, তারা এ দলভুক্ত নয়। (সূত্র : খাযায়েনুল ইরফান ফী তাফসীরে কানযিল ঈমান কৃত হাকীম সায়্যিদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ.) ফুকাহায়ে কেরামের গৃহীত মৌলিক নীতি হল হারামকে হালাল মনে করা কুফরী।

কেউ নামায আদায় না করলে গুনাহগার হবে, কিন্তু নামায আদায় না করা দুষণীয় কিছু নয় বা বৈধ মনে করলে কুফরী হবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ (করা বৈধ জ্ঞানে তা) করে সে অবশ্যই কুফরী করল।

এ ভাবে প্রত্যেক অন্যায় কাজ (যেমন খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, মদ্যপান ইত্যাদি) করাকে কেউ 'হারাম নয়' মনে করে সম্পাদন করলে কাফির হয়ে যাবে।

অপরাধবোধ যতক্ষণ অপরাধীর অন্তরে অনুতাপ অনুশোচনা জাগাবে, ততক্ষণ তা তার জন্য সুরক্ষার ইঙ্গিত বহন করবে। ভাবতে হবে এখনও তার প্রতি মহান আল্লাহ সদয় আছেন। এখনও সে সম্পূর্ণ ধ্বংসের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি।

পক্ষান্তরে অপরাধবোধও যখন তার অন্তর থেকে তিরোহিত হয়ে যাবে, তখন ধরে নিতে হবে যে, তার ধ্বংসে পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে আর সামান্য আশাও বাকি রইল না।

পাপাচারে তার বেপরোয়া মনোভাবই তার মন্দ পরিণতিকে অনিবার্য করে তোলে। হযরত আবু উমামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুলের নিকট আরয় করলেন, “ঈমানের আলামত কী?” তখন আল্লাহর রাসুল (সঃ) ইরশাদ করলেন, “যখন তোমার ভালকাজ তোমাকে আনন্দ দেয়, আর তোমার মন্দকাজ তোমাকে পীড়া দেয়, তখন তো নির্দেশ করবে যে তুমি ঈমানদার”।

তখন সে আবার আরয় করল, “ইয়া রাসুল্লাহ, পাপ (নির্দেশক) কি?” তখন তিনি বললেন, যখন কোন বিষয় তোমার (বিশ্বাসী) অন্তরে সংশয় জাগায় তবে (ওটা পাপ, বিধায়) তা বর্জন করো।’

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, পুণ্যকাজের আনন্দ হলো, এটা করতে পারার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক লাভের আনন্দ এবং পাপকাজ সংঘটিত হওয়ায় আল্লাহর শাস্তির আশংকায় ভীত হওয়া, তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ে পেরেশান হওয়া।

আর এ উপলব্ধি ঈমানদার হওয়ার বৈশিষ্ট্য বলার মাহাত্ম্য হল, ঈমানদার পাপ-পুণ্য ভালমন্দ পার্থক্য করে এবং এ দুয়ের ভিত্তিতে হাশরের দিন প্রতিদানের কথা বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে কাফির ভাল-মন্দের বাছ-বিচার করে না এবং কোনটা করা না করার প্রেক্ষিতে কোন পরিণতিরও পরোয়া করে না। (মিরকাত)

এছাড়া পাপকাজের পর অপরাধবোধ জাগ্রত হওয়া যেহেতু ঈমানের আলামত, তাই এটা যদি কোন ঈমানদার দাবিদার ব্যক্তির অন্তর থেকেও উঠে যায়, তবে তাও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, “হত্যা করার সময় কেউ ঈমানদার অবস্থায় হত্যা করে না।

(অর্থাৎ হত্যাযজ্ঞ সম্পাদনের সময় সে ঈমানের হালতে থাকে না। অপরাধ সংঘটনকালে তার কাছ থেকে ঈমান (তথা ঈমানের নূর) বিচ্ছিন্ন থাকে।

হযরত ইকরামা (রাদি.) বলেন, “আমি হযরত ইবনে আব্বাসের (রাদি.) নিকট জানতে চাইলাম, তার কাছ থেকে কী ভাবে ঈমান বেরিয়ে যায়?” তখন তিনি বললেন, “এই ভাবে” এবং দু’হাতের আঙ্গুল পরস্পরের ভেতর প্রবেশ করিয়ে, অতঃপর ছাড়িয়ে আনলেন।



আবার বললেন, ফের যখন সে ব্যক্তি তাওবা করে, তখন ঈমান আবার ফিরে আসে এভাবে। আবারও আবুলগলোকে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। (সূত্র: বুখারী শরীফ)

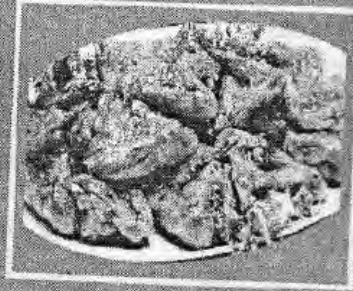
এমনও বর্ণিত আছে যে, বান্দা যখন কোন গুনাহ করে, তখন তার প্রভাবে তার অন্তরে একটি কালো বিন্দুর মত দাগ পড়ে যায়। তাওবার দ্বারা তা মুছে যায়। যদি তাওবা না করে; বরং আরো গুনাহ করতে থাকে, তখন সে অপরাধবোধের মত শেষ আলামতটুকুও হারিয়ে ঈমান বঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (মোআযালাহ)

“গাউছুল আজম মাইজভাগুরী নুরে আলম মওলানা।
তোমার নুরের আলোর ছটায় জগতবাসী দিওয়ানা।।”

মোহাম্মদীয়া রেস্টোরা এণ্ড বিরানী হাউস
কামাল বাজার, মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

পরিচ্ছন্ন খাবারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যে কোন অনুষ্ঠানে কাচ্ছি বিরানী, চিকেন
বিরানীসহ যাবতীয় খাবারের অর্ডার নেওয়া হয়।



জন্মদিন, আকিকা, সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা আছে।

আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের কাম্য।
ফোন নং : ০৩১-২৫৭২৭৫৭



মুর্শিদ পারের কাভারী (পর্ব ১)

মওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী

দারুততায়ালীম প্রতিনিধি, ফটিকছড়ি উপজেলা।

মুর্শিদ ঐ অভিজ্ঞ ঐশী ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝায় যার সুদক্ষ পরিচালনা ও দিকনির্দেশনায় পথ হারা মানবকুল সঠিক পথের সন্ধান পেতে সক্ষম। মুর্শিদ আরবী শব্দ যার অর্থ পথ প্রদর্শক। যিনি সুদূর প্রসারী আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা ও নেতৃত্বে দিকহারা মানব সমাজকে বিভ্রান্তি ও অন্ধকারের প্রাচীর ছেদকরে আল্লাহ ও রসুলের সন্তুষ্টি ও দিদার লাভে যথাযথ সাহায্য ও মনজিলে মকহুদে পৌঁছিয়ে হতভাগা দুর্ভাগা বিপদ গ্রস্থ মানুষের তকদীর পরিবর্তন করে সৌভাগ্যের আলো প্রদানকারী প্রেম নিধি বা পারের কাভারী। এই পৃথিবীতে মানুষ কোন না কোন উপায় বা উছিলার মাধ্যমে তার চাওয়া পাওয়ার বস্তু বা স্থানের দিকে আগাইয়া যাইতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। হয়তো সেই একদিন সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাঁর মুর্শিদ যেহেতু পথ প্রদর্শক মেহেরবাণীর অপার করুনায় আমাদের মত জনম দুঃখী হতাশ হৃদয়ের নিরাশার অন্ধকার ছিন্নকরে আশার আলো জালিয়ে অশান্ত মন শান্তকরে দিতে পারেন তাঁর করুণা বারিবর্ষণ করে। যেমন- কোন ব্যক্তি হজ্ব বা বিদেশ যাওয়ার জন্য একজন সঠিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে যাতে সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে তার কাক্ষিত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। অনুরূপ ভাবে পাপী তাপী মুক্তির আশাবাদী মানবকুলও অকুল সাগরে পাড়ি দিয়ে কুলের সন্ধান পাওয়ার আশায় পীর মুর্শিদ তথা ইনছানে কামেল বা পূর্ণমানবতা প্রাপ্ত আল্লাহর অলীর দামানে হাত রেখে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কুলহীন সাগরে পড়ি দিয়ে কুলের নাগাল পেতে হতাশ হৃদয়ের আকাশে সৌভাগ্যের ছেতারা চমকিয়ে নিজেকে সৌভাগ্যশালীদের জামাআতে शामिल করতে। এর জন্য ত্বরীকত পথে ধৈর্য্য ছবরের বিশেষ প্রয়োজন এবং অবিশ্রান্ত ভাবে আশায় বুক বেঁধে আসা যাওয়ার মাধ্যমে পীর মুর্শিদের কদমের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। করুণা সিদ্ধ থেকে বিন্দু পাওয়ার অধীর আগ্রহে। যেই দিন বা যেই শুভ মুহর্তে মুর্শিদের প্রেমের সাগরে উত্তাল তরঙ্গ ভেসে উঠবে ঠিক সেই মুহর্তে আমাদের মত হতভাগা গোলামের ভাস্কর্য্য মুর্শিদের প্রেমতরঙ্গে হেলিয়ে দুলিয়ে পার হয়ে যাবে অকুল সাগরের কিনারে নিরাপদ আশ্রয়ে। এটাই দৃঢ় বিশ্বাস বা ঈমান আক্বিদা। হতাশ ও নৈরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই কেননা হয়তো মুর্শিদ আমাদের ঈমান আক্বিদাকে মজবুত করতে আমাদের থেকে প্রেমের ইমতেহান বা পরীক্ষা নিয়ে প্রেম খেলায় উত্তীর্ণ হওয়ার এ এক পথ পরিক্রমা।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর পরম সম্মানিত নবী ছিলেন। তিনি তৌহিদের কলেমা প্রচার করতে গিয়ে নমরুদের রোযানলের শিকার হন। এক পর্যায়ে নমরুদ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। যেই মুহর্তে নমরুদ ইব্রাহিম নবীকে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে আগুনে ফেলার উপক্রম ঠিক সেই মুহর্তে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম দুই হাতে দুইটি পাহাড় নিয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে জিজ্ঞেস করলেন যদি আপনি একটু হুকুমদেন তাহলে আমি এই কাকেরদের আমার হাতের এই পাহাড় গুলির আঘাতে তাদেরকে ধুলিস্যাত করে দিব। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হে জিব্রাইল আমি যার প্রেমে দিওয়ানা এবং যার একত্ববাদের দাওয়াত ও প্রেমে বিমোহিত পিপাসার্তদের প্রেম তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি তিনিতো দেখতেছেন আমার এ অস্ত্রীম করুন অবস্থা। তিনি যদি দয়া পরবশ হয়ে আমাকে সাহায্য করেন এটাই হবে আমার জন্য কামিয়াবী, তুমি জিব্রাইলের সাহায্য প্রয়োজন নেই। ঠিক এহেন মুহর্তে রাব্বুল আলামীন মহান প্রভুর প্রেমের সাগরে জোয়ার এসে গেল। মহান প্রভু তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ঐ প্রতি কৃপা বর্ষণ করলেন। আল্লাহপাক আশুনকে নির্দেশ দিলেন- “হে আশুন আমার ইব্রাহিমের জন্য তুমি শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।” ঠিকই দেখা গেল নমরুদ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে কাঠের সাথে ঝুলানো রশি কেটে দিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করল আর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ঐ অগ্নিকান্ডে নিরাপদ শান্তিতে ঘুরে ফিরে চল্লিশদিন পর অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসলো। তাঁর একটি পশমেও আশুন স্পর্শ করেনি। এটাই ইলাহির প্রেমের নিদর্শন। আশেকের ভাষায় এই ভাবে বর্ণনা করেছেন-



তুইরে তুই মাওলা তুইরে তুই, আউয়ালে আখেরে মাওলা তুইরে তুই ।

খলিলকে আঙনে ডালে নমরুদ বেঈমান, জ্বলন্ত আঙনে দেখালি ফুল বাগান, মাওলা তুইরে তুই ।

* খোদা তোমায় ডাকতে জানিনা ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেমনে শুনেনা । এক ডাকেছেন ইব্রাহিম নবী নমরুদে আঙনে ফেলি আঙনে হল ফুল বাগিচা পশম জ্বলেনা । খোদা তোমায় ডাকতে জানিনা, ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেমনে শুনেনা ।

কথা হল প্রেমের স্বরে ডাকলে খোদা শুনেন এবং ঐ ডাকে সাড়া দেন । আমরা তো অযোগ্য পাপী স্রষ্টাকে ডাকার যোগ্যতা আমাদের নেই । তবে যারা আল্লাহুর সাথে বন্ধুত্ব করেছেন তাঁদের সাথে যদি আমরা মহব্বতের বা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তা হলে আমাদের এই ভব সাগর পাড়ি দিতে আর কোন ভয় থাকবেনা, আর থাকবেই বা কেন পবিত্র কোরআনেই রয়েছে তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । সূরা কাহাফে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ । হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম ঐ প্রায় পাঁচ শত বছর পূর্বে দাকাইনুছ নামে ইসলামের এক দুশমন দাপটশালী রাজা ছিলেন । তার অত্যাচার নিপিড়নে ইসলাম ধর্মের কয়েকজন বুজুর্গ পাহাড়ের গুহায় অবস্থান নিয়েছিলেন । তাদের সাথে তাদের পোষা কুকুর ক্বিতমিরও ছিল মোহাব্বতে তাদের পিছু ছাড়ে নাই । সেজন্য আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহাফগণের মহব্বতের নিদর্শন বা পুরস্কার হিসেবে ঐ পোষা কুকুর ক্বিতমিকেও মানব ছুরতে জাল্লাতে প্রবেশ করার অধিকার দিয়ে সৌভাগ্যবান করবেন । তাইলে বুঝা যায় আসহাবে কাহাফগণের শারফত বুজুর্গীর কারণে তাঁদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক করার বিনিময়ে কুকুরও যদি সম্মানিত মর্যাদাবান হয় তাহলে আমরা গুনাহগার অপরাধী পাগল প্রেমিকের দলও নিশ্চয় একদিন না একদিন মুর্শিদের শুভদৃষ্টি লাভে সমর্থ হবো এবং মেহেরবাণী করে ধন্য করবেন আমাদের জিন্দেগী, লাভ করব প্রিয় নবীর সন্তুষ্টি ও দীদারে ইলাহী ।

রব্বুল আলামীন যাঁর প্রেমে কুল কায়েনাতে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সেই একমাত্র প্রিয় মাহবুব হুজুর পুরনুর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐর উম্মতের দলভুক্ত করে এ ধরনীতে প্রেরণ করেছেন এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট । আশেকের রসুল হযরত আল্লামা নুরুউদ্দীন আবদুর রহমান জামী (রঃ) তাঁর দরদী কণ্ঠে বর্ণনা দিয়েছেন-

“বরী নাজেম কে হস্তম উম্মতে তু, গুনাহ গারম ওয়ালেকিন খুশ নছিবম ।”

অর্থঃ- এটাই আমাদের খুশ কিছমত যে, আপনার উম্মত হতে পেরেছি । যদিও আমরা গুনাহ গার হই কিন্তু সৌভাগ্যবান । শুধু তাই নয় প্রিয় নবীর বেলায়তের মুকুটধারী বাদশা শেষ যুগের উম্মতে মুহাম্মদির কর্ণধার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব সমাজের মুক্তিদাতা তবে প্রেমপিয়াসী সাধক কুলের দিশারী, ইমামুল আউলিয়া বেলায়তে মোত্লাকার গৌরবময় অধিপতি গাউছুল আজম মাইজভাগারী হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর আশেক হওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি । এটাই পরওয়ারদিগারের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া । খলিফায়ে গাউছুল আজম বাহারুল উলুম আল্লামা আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (রঃ) বলেছেন,

আপকি আস্তানাকা জাব্বরা হে খুর্শিদে কামাল
শেরেহে ওয়াহ ফিল হাকিকত জু ছগে দরবারহে,

অর্থঃ- ওহে গাউছুল আজম আপনার আস্তানার একটি কণাও পূর্ণতা লাভের জন্য যথেষ্ট । প্রকৃতপক্ষে বনরাজ সিংহ যে আপনার দরবারের কুকুর হয়েছে ।

প্রিয় পাঠক, এটাই আলোচনার বিষয় যে, নিজেকে হয়ে অজ্ঞ নম্র কুকুর প্রতিপন্ন করে মুনিবের দরবারে আসা যাওয়া এবং ধৈর্য ও বিনয় সহকারে তাকিয়ে থাকতে হবে মুর্শিদের কদমের দিকে, কোনদিন গোলামদের ভাগ্যের আকাশে সৌভাগ্যের চাঁদ উদয় হয় এই আশায় । এটা বুঝার জন্য একটা উপমা পেশ করছি । একজন রাজার দরবারের এক ভিখারি বুড়ি নিয়মিত আসা যাওয়া করত রাজ ভিক্ষা পাওয়ার আশায় । এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল বুড়ি কিন্তু আসা যাওয়া ছাড়াই । একদিন হঠাৎ রাজার দৃষ্টি ঐ ভিখারী বুড়ির দিকে পড়ল । রাজা বলল, এই বুড়ি



অনেক দিন রাজ দরবারে আসা যাওয়ায় রয়েছে ভিক্ষার আশায়, তাকে কিছু দেওয়া গেল না। আজ কিছু মাটি অথবা ছাই দিয়ে তার ভিক্ষার বর্তনটা ভরিয়ে দাও। রাজার নির্দেশে তাই করা হল। যখন মাটি বা ছাই দিয়ে বুড়ির বর্তন ভরিয়ে দিল বুড়ি অতি যত্নে ঢেকে মাটি ভর্তি বর্তন নিয়ে তার গৃহের দিকে রওয়ানা হলো। পথে উৎসুক জনতা জানতে চাইলো, কি হে বুড়ি রাজা আজ তোমাকে কি রাজ ভিক্ষা দিয়েছে? যা তুমি এত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। বুড়ি দেখাতে নারাজ। অনেক কষ্ট করে উপস্থিত সকলে দেখল মাটি দিয়ে ভর্তি ভিক্ষার থালা। সবাই অট্টহাসি দিয়ে বলল, পাগলি বুড়ি এগুলি তো মাটি, তুমি যত্ন করে এগুলি নিয়ে বাড়ী ফিরার কারণ কি। বুড়ি উত্তর দিল, তোমরা বুঝতে পারনি মহামান্য রাজার শুভদৃষ্টি আজ আমার ভিক্ষার ভাঙ্গা থালায় পরেছে। তিনি সদয় হয়েছেন। আগামীতে মূল্যবান রাজ ভিক্ষা সোনাদানা হীরা মনিমুক্তার মতো অমূল্য ভিক্ষাদিয়ে আমি হতভাগী চির কাঙ্গালিনী বুড়ির জীবন পাল্টে দিবেন। আমাকে চির দিনের জন্য ধনী করে কৃতার্থ করবেন। প্রেমনিধী গাউছে ধনের প্রেমময় জীবনের দিকে তাকাইলে দেখা যায় অনুরূপ ঘটনার অনেক বর্ণনা। হযরত জাফর আলী শাহ অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় ছিলেন কোন দিন গাউছে ধনের দয়ার শুভ দৃষ্টি তার দিকে পড়ে। সত্যি দেখা গেল এক শুভ মুহূর্তে শীত কালীন রাত্রে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ নিবাসি হযরতের প্রতিবেশি মোয়াজ্জেন ছায়াদ উল্লাহকে হযরত একটি পাকা কলা খাইতে বলিলেন। তিনি কাশি রোগের শেকায়েত করিয়া ঠান্ডা রাতে কলা খাইতে অস্বীকার করিলেন। হযরত বাহিরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, “এখানে কে আছে?” উক্ত জাফর আলী করজোড় দাঁড়াইয়া বলিলেন, “হজুর আমি বান্দা জাফর আলী আছি।” হযরত আবার ছায়াদ উল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখুন কলাটি আপনার জন্য রাখিয়াছিলাম, এখন জাফর আলী চাহিতেছে; তাহাকে দিব কি?” মোয়াজ্জেন সাহেব বলিলেন “হজুর দিয়া দেন। আমি ঠাণ্ডার সময় কলা খাইতে পারিব না।” হযরত কলাটি জাফর আলীকে দিয়া দিলেন। জাফর আলী উক্ত কলাটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাল ও জজ্বা গালেব হয়। অতঃপর হযরত আন্দর হজুরায় চলিয়া যান। জাফর আলী সারারাত অত্যন্ত মস্তি ও জজ্বা হালতে বকাবকী করেন এবং সকাল হইতে আগত হাজতী মকছুদীগণের হাজত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে থাকেন। একজন লোক হযরতের খেদমতে নিজ সন্তানের রোগ মুক্তির প্রার্থনা লইয়া আসে। জাফর আলী তাহাকে দেখিয়াই তাহার সন্তানের মৃত্যু সংবাদ দেন। ইহাতে লোকটি হযরতের সমীপে কাঁদিয়া পড়ে। হযরত দেখিলেন ঠিকই সন্তান মারা গিয়াছে। হযরত জাফর আলীকে হিজরত করিতে আদেশ দেন এবং বলেন, “জাফর আলী এইরূপ বলিওনা; এমন কথা বলা নিষেধ।”

জাফর আলীর শাহের জীবন পাল্টে গেল। দীর্ঘদিন ধরে প্রিয় মুর্শিদ নিজ গুনে দান করবেন ঐ রকম রাজা ভিক্ষা, এই আশায় ছিলেন। জাফর আলী শাহ অবশেষে শেষ হলো তার অপেক্ষার প্রহর। রাজ ভিক্ষা পেয়ে লাভ করলেন নতুন জীবন। স্বর্গীয় কবিরাজ রমেশ শীল বলেন,

হায়রে আশেকের ভাগুরী, ত্রিভুগতকে পাগল কর দিয়ে চরণ তরী..... আশেকের ভাগুরী

ও মাওলারে তোমার নাম নিয়ে দিলাম ভব সাগর পাড়ি

তুমি যদি দয়া কর একপলকে তরী----- আশেকের ভাগুরী।

ও মাওলারে মদিনা, বাগদাদ, আজমিরে খেলা সাজ করি

চট্টগ্রাম রওশন করিলা হইয়া ভাগুরী----- আশেকের ভাগুরী।

পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে মুর্শিদের প্রেমিক দল যখন সাগর কূলে গিয়ে পৌঁছবেন সামনে অকুল সাগর পাড়িদিতে হবে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে আশেকের দল সাগর পাড়ি দিবেন এভাবে। একটি পিঁপড়া সাগর পাড়ে গিয়ে ঠেকলো কিভাবে ওপারে পার হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি মাছ শিকারী বক বা পাখি শিকার নিয়ে ব্যস্ত সাগর পাড়ে পায়চারী করতেছে। সেই সুযোগে পিঁপড়ার ভাগ্য খুলে গেল পিল পিল হেঁটে বকের পা বেয়ে উঠে পড়ল। কিছুক্ষণ পর বক মনের সুখে উড়াল দিয়ে পাড়ি জমালো সাগরের ওপারে। ভাগ্যবান পিঁপড়া তার কান্ধিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল এক নিমিষে। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর চরণ তরী গোলামে গাউছুল আজমদের জন্য হযরত নূহ (আঃ) এর কিস্তির মতো।



মহা প্রাৰনে পৌঁছায়ে দিবেন ওপারে,
যদি আমরা ধরতে পারি তাঁর চরণ তরী মজবুত করে ।

খলিফায়ে গাউছুল আজম, মাইজভাণ্ডারী আহমদি বাগানের বুলবুল খ্যাত আল্লামা আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রঃ)
এভাবে বর্ণনা করেছেন,

হেলিও না ডলিও না থাকিও সাবধানে, প্রেমতরণী বাঁধা আছে গাউছের চরণে,
নূহ নবীর কিস্তিয়েন গাউছে ধনের চরণ তেন তুফানেতে নাইরে ভয় পৌঁছাবে ঠিকানে ।
তাওয়াক্কুলের পালদিয়ে চরণে তাঁর গুণ টানিয়ে,
পৌঁছাবে প্রেমের ডিঙ্গা মাওলাজির সাদনে ।
নামাঙ্গিয়া স্বর্গসুখ-নাচিস্তিয়া নরক দুঃখ,
সদা মনে দর্শন আশা রাখিও যতনে ।
বিচ্ছেদ মিল তান, দোজখ বেহস্ত জান,
মুর্শিদ গুপ্তের কর্তা জানিও সন্ধানে ।
কহে দাস হাদি হীন, খোদা মুর্শিদ নহে ভিন,
একের দুরবীন দিয়ে দেখিবা নয়নে ।

সূতরাং- আশেক প্রেমিক গোলামের ভয় নেই, কিসের শংকা, হয়তো জন্ম গ্রহণ করিনি প্রেমনিধি নিখিল বিশ্বের
তানকর্তা গাউছেধনের যুগে, কিন্তু যাকে দিয়ে গেছেন গাউছিয়তের ভার, মাইজভাণ্ডারী তরিকার মহান দিক পাল
রুহে গাউছুল আজম অছিয়ে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোকরা মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) যাকে করে গেছেন মহিমাবিত, বসিয়ে গিয়েছেন হযরতের গদি শরীফে, করেছেন গৌরববিত
অমূল্য রতন কিমিয়া পাথর স্বরূপ তুরিকতের “খিরকা” গাউছে ধনের হরিত্রি রংয়ের শাল মোবারক পড়িয়ে যাকে
করেছেন পরম সম্মানিত, তিনিই তো আমাদের প্রাণের সখা সত্য সন্ধানীদের মদদগার পাণী তাপী মুক্তিকামী মানব
সমাজের পারকান্তারী প্রাণ প্রিয় মুর্শিদ এমদাদ মওলা মাইজভাণ্ডারী । তিনিই আমাদের পারের কান্তারী । গোলামদের
ভাঙ্গা তরী পার করিবেন দিয়ে তাঁর রাঙ্গা চরণ তরী ।

মুর্শিদের চরণ যুগলে এই ফরিয়াদ ও আকুল মিনতি পেশ করছি-

ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও, আমি যে পথ চিনি না গো সঙ্গে করে নাও, মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও-----
ও মুর্শিদও কোন রাহেতে খোদা মিলে, কোন রাহে রসুল, আমি কোন রাহেতে দিব পাড়ি পুলহেরাতের পুল,
ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও!.....

ও মুর্শিদও মাঝ ধরিয়ায় উঠল তুফান পথের লাগলো ভুল
আমি কোন নামের দোহাই দিয়া পাইবো নদীর কুল ।

ও মুর্শিদও অন্ধকারে পইড়া ডাকি আমায় নিয়ে যাও

তুমি তো ভবেরই নাইয়া পাঠায়া দাও নাও, মুর্শিদ পথ দেখাই দাও.....

পরিশেষে, মুর্শিদের কদমে ভক্তি ও বিনয় শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আকুল প্রাণে প্রতিক্ষায় রহিলাম ধন্য করবেন মুর্শিদ
চরণতরী দান করে । আজকের এই আলোচনার ইতি টানলাম,

“মুর্শিদ পারের কান্তারী”

আমিন বেহরমতে হৈয়দিল মুরহালিন ।



হাত ও পা চুমু খাওয়া প্রসঙ্গে

সৈয়দ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রউফ
সহকারী অধ্যাপক, কাটির হাট এম, আই, ফাজিল মাদ্রাসা।
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

আমাদের সমাজে হাত চুমু খাওয়াকে “দস্তবুখী” ও পা চুমু খাওয়াকে কদমবুখী বলা হয়। বর্তমানে এ বিষয়ে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত প্রকাশ করে কেউ বলে শিরক, কেউ বলে ইহা হারাম। বাস্তবে এ বিষয় সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত তথা কুরআন হাদীছ ও ফিকাহ ফতোয়ার মত কি তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল :

সর্ব প্রথম আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামী শরীয়তে “চুমু খাওয়া” পাঁচ প্রকার। যেমন- বিভিন্ন হাদীছের ব্যাখ্যায় এসেছে যে-

الْتَقْبِيلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ (١) قُبْلَةُ الْمُوَدَّةِ لِلزَّوْجِ عَلَى الْحَدِّ (٢) وَقُبْلَةُ الرَّحْمَةِ لِوَالِدَيْهِ عَلَى الرَّأْسِ (٣) وَقُبْلَةُ الشَّفَقَةِ لِأَخِيهِ عَلَى الْجَنْبِ (٤) وَقُبْلَةُ الشَّهْوَةِ لِأَمْرَأَتِهِ أَوْ لَأَمْرَأَتِهِ عَلَى الْفَرْجِ (٥) وَقُبْلَةُ التَّحِيَّةِ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْيَدِ.

অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে চুমু খাওয়া পাঁচ প্রকার যথা- (১) আদরের চুমু ছোট শিশুদের উভয় গালে চুমু দেওয়া (২) রহমতের চুমু মাতা-পিতার মাথায় চুমু দেওয়া (৩) দয়ার চুমু ভাইদেরকে কপালের চুমু খাওয়া (৪) যৌন উত্তেজনার চুমু নিজ স্ত্রী বা ক্রীতদাসীকে মুখের উপর চুমু খাওয়া (৫) সম্মানার্থে চুমু। মুমিনদের হাতের উপর চুমু খাওয়া। আবু দাউদ শরীফ ২য় খন্ড-৭০৯ পৃষ্ঠা ৩নং টিকা; ইবনে মাজা শরীফ ২য় খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা ৫নং টিকা লুমায়ত শরহে মিশকাত ৪র্থ ২১ পৃষ্ঠা, মুজাহেরুল হক।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফের বাণী- মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রঃ) বলেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ.

অর্থাৎ হযরত আনাস বিন মালেক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সঃ) (তঁার পুত্র) হযরত ইব্রাহীম (রঃ) কে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন এবং তঁার ঘ্রাণ নিলেন (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৮৮৬ পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের টিকায় আছে-

يُجُوزُ تَقْبِيلُ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ كُلِّ عَضْوٍ وَكَذَا الْكَبِيرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً وَتَقَدَّمَ فِي مُنَاقَبٍ فَأَطْمَعَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْبَلُ ابْنَتَهُ عَائِشَةَ.

অর্থাৎ ছোট সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গে চুমু খাওয়া বৈধ। অনুরূপভাবে বড় সন্তানদেরকেও চুমু খাওয়া বৈধ। এটা অধিকাংশ ওলামাগণের অভিমত। তবে ছতর না হয় মত চুমু খেতে হবে। নিশ্চয় আল্লাহর রাসুল (সঃ) হযরত ফাতেমা (রঃ) কে চুমু দিতেন এবং অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) তঁার কন্যা হযরত আয়েশা (রঃ) কে চুমু দিতেন। বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৮৮৬ পৃষ্ঠা ১২নং টিকা দ্রষ্টব্য।

ইমাম আবু ইসা তিরমিজী (রঃ) তঁার কিতাবে বর্ণনা করেন-



عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَتْنِي فَأَنَاهُ فَفَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَأَعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত য়ায়েদ বিন হারেছা (রঃ) মদিনা আগমন করলেন। ঐ সময় রাসুল (সঃ) আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। অতপর হযরত য়ায়েদ রাসুল (সঃ) এর সন্ধ্যানে এসে দরজায় আঘাত করলেন, এতে আল্লাহর রাসুল (সঃ) তাঁর প্রতি দণ্ডায়মান হলেন এমতাবস্থায় রাসুলের শরীরে ছাদর ছিলনা তবে তিনি ছাদর গায়ে টানতে ছিলেন। (হযরত আয়েশা (রঃ) বলেন) আল্লাহর শপথ এ ঘটনার পূর্বে-পরে কোন দিন আমি রাসুল (সঃ) ছাদর বিহীন শরীর দেখিনি, অতপর য়ায়েদ ঘরে আসলে রাসুল (সঃ) তাঁর সাথে কোলাকোলি করলেন ও তাকে চুমু দিলেন। তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ১১ খন্ড ৬পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৪০২ পৃষ্ঠা, তুহফাতুল আহওয়াজী ৭ খন্ড ৫২৩ পৃষ্ঠা, তিরমিযী মা আরফুশশজী ২য় খন্ড ১০২ পৃষ্ঠা।

ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেন-

حَدَّثَنِي أُمُّ أَبَانَ بْنِ الْوَزَاعِ بْنِ زُرَّاجٍ عَنْ جَدِّهَا زُرَّاجٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ رَوَا حَلَنَّا فَتَقَبَّلَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ.

অর্থাৎ হযরত উম্মে আরবান বিনতে ওয়াজী বিন যিরা তার দাদা যিরা (রঃ) হতে বর্ণনা করেন; তিনি ওয়াফদে আবদুল কায়ছের মধ্যে ছিলেন, তিনি বলেন, যখন আমরা মদিনা শরীফ এসে পৌছলাম তখন আমরা আমাদের আরোহনকারীদেরকে দ্রুত চালালাম। অতপর আমরা আল্লাহর রাসুল (সঃ) এর হাত ও পা মোবারক চুমু খেলাম। আবু দাউদ শরীফ ২য় খন্ড ৭০৯ পৃষ্ঠা। বজলল মাজহুদ ৬ খন্ড ৩২৮ পৃষ্ঠা। ফাতহুলবারী ১১ খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৪০২ পৃষ্ঠা।

ইমাম নাছাঈ (রঃ) তাঁর নাছাঈ শরীফে বর্ণনা করেন-

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تُسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَمْسُوا بِيَرِيٍّ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تَوَلُّوا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الرَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةُ الْيَهُودِ: أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، قَالَ: فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟ قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ تَبْعَنَّاكَ إِنْ يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ.

অর্থাৎ হযরত সাফওয়ান ইবনে আছাল (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ইহুদী তার বন্ধুকে বলল, আমাকে এই



নবীর নিকট নিয়ে চল, এতে বন্ধু তার বন্ধুকে বলল, তুমি নবী বলনা, নিশ্চয় তোমার এ ধরনের বলটি তিনি শুনে ফেলবেন যেহেতু তার কাছে চারটি চোখ রয়েছে। অতপর তারা উভয় বন্ধু রাসুলের (সঃ) দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নবুয়তের স্পষ্ট দলীল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। উত্তরে আল্লাহর রাসুল (সঃ) এরশাদ করলেন, আল্লাহর সাথে কিছুকে শরীক করা, চুরি করা; যেনা করা, আল্লাহ যে সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করেছেন ঐ সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করা। তবে শরীয়ত বিধি সম্মত হত্যা করা যাবে, কোন ন্যায় বিচারক বাদশাহকে হত্যার উদ্দেশ্যে উনুজ্ঞা তাবে চলনা, যাদু করা, সুদ খেয়ানা, সাধবী রমনীকে মিথ্যা অপবাদ দিবেনা, যুদ্ধের দিন যুদ্ধের মহানাদ থেকে পলায়ন করবেনা, আর তোমাদের উপর আবশ্যিক হল তোমরা ইহুদীদের অভ্যাস পরিহার কর, তথা শনিবার দিন সীমা লঙ্ঘন করা, রাবি সাফওয়ান বলেন এ কথাগুলো শ্রবন করে তারা উভয় বন্ধু রাসুল (সঃ) এর হাতদ্বয় ও পাদ্বয়ে চুমু দিলেন, এরপর বললেন আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি অবশ্যই আপনি একজন সত্য নবী। রাসুল (সঃ) এদেরকে বললেন, আমার অনুসরণ করা হতে তোমাদের কোন জিনিষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। উত্তরে তারা বললেন, আমরা এই জন্যে যে, হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর সমীপে আবেদন করেছেন যাতে তাঁর বংশধর থেকে চিরদিন নবী থাকেন। এতে আমরা ভয় পাই যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি তাহলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে। মিশকাত শরীফ ১৭ পৃষ্ঠা, তিরমিজী শরীফ ২য় খন্ড ১০২ পৃষ্ঠা, নাছাই ও ইবনে মাজা শরীফ দ্রষ্টব্য।

ইমাম ইবনু মাজা (রঃ) তাঁর ইবনে মাজা শরীফে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ .

হযরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) হযরত নবী করিম (সঃ) কে এ জগৎ থেকে পর্দা করার পরবর্তী অবস্থায় চুমু খেয়েছেন, মিশকাত শরীফ ১৪১ পৃষ্ঠা, তিরমিজী শরীফ ১ম খন্ড ১৯৩ পৃষ্ঠা ইবনে মাজা শরীফ ১ম খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ .

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত ওসমান বিন মাজুউনকে মৃত অবস্থায় চুমু দিয়েছেন, হযরত আয়েশা বলেন, এটা যেন আমি দেখতেছি যে রাসুলুল্লাহর (সঃ) চোখের জল উভয় গাল মুবারক দিয়ে পড়তেছে। ইবনে মাজা শরীফ ১ম খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা, তিরমিজী শরীফ মা আরফুশ্শজী ১ম খন্ড ১৯৩ পৃষ্ঠা।

হযরত কাজী আয়াজ (রঃ) বলেন-

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ فَاذِنْ لِي أَقْبِلْ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ فَاذِنْ لَهُ أَيْ فِي تَقْبِيلِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَبِلَهُمَا .

অর্থাৎ হযরত বুরাইদা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুল (সঃ) এর উদ্দেশ্যে বললেন, হে রাসুল (সঃ) আপনি আমাকে আপনার বরকতময় হাত ও পাদ্বয়কে চুমু দেওয়ার অনুমতি দান করুন। অতপর তিনি তাকে অনুমতি দিলে তিনি তাঁর উভয় হাত ও পা মুবারক চুমু দিলেন। (শরহে শিফা ৩য় খন্ড ৫০ পৃষ্ঠা ইমাম নববীর আল-আজকার দ্রষ্টব্য)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رَضَ) أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ أَنَسٍ وَأَخْرَجَ أَيْضًا أَنَّ عَلِيًّا قَبَّلَ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ .



অর্থাৎ হযরত যাসেদ বিন ছাবেত (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় তিনি হযরত আনাস (রঃ) এর হাতে চুমু খেয়েছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় হযরত আলী (কঃ) হযরত আব্বাস (রঃ) এর হাত ও পাদয়ে চুমু দিয়েছেন। ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ১১ খন্ড ৫২৮ পৃষ্ঠা। তুহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিজী ৭ খন্ড ৫২৮ পৃষ্ঠা।

عَنْ تَيْمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ الْجَرَّاحُ فَصَا فَحَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ فَكَانَ تَيْمِيمُ يَقُولُ
تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ.

অর্থাৎ হযরত তায়ীম বিন সালমা (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ওমর (রঃ) শাম প্রদেশে গমন করলেন তখন হযরত আবু ওবাইদা আল-জাররা তাকে (হযরত ওমর (রঃ)) কে বাগতম জানালেন। অতপর তাঁর সাথে মুসাফাহা করলেন ও তাঁর হাতে চুমু দিলেন। এরপর হযরত তায়ীম বলেন যে, হাতে চুমু দেওয়া হুন্নাহ। মসনদে ইমাম আহমদ ৩য় খন্ড ৪০৪ পৃষ্ঠা; ফাতহুল বারী ১১ খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, তুহফাতুল আহওয়াজী ৭ খন্ড ৫৬২ পৃষ্ঠা, সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী ৭ খন্ড ১০১ পৃষ্ঠা ও তাবরানী শরীফ দ্রষ্টব্য।

إِنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرِي شَيْنًا أَرَادَ بِهِ يَقِينًا فَقَالَ
إِذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَادْعَهَا فَذَهَبَ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ.

অর্থাৎ নিশ্চয় এক ব্যক্তি হযরত রাসুল (সঃ) এর সমীপে আসলেন। অতপর সে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে আদেশ করুন যার মাধ্যমে আমার বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়। এতে আল্লাহর রাসুল (সঃ) তাঁর উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, তুমি এ গাছের নিকট যাও। অতপর উহাকে আহ্বান কর। তারপর সে ব্যক্তি ঐ গাছের নিকট গিয়ে বললেন (ওহে গাছ) তোমাকে আল্লাহর রাসুল (সঃ) ডাকতেছেন। এতে গাছটি নিজ স্থান হতে এসে রাসুল (সঃ) কে সালাম করলেন। এরপর রাসুল (সঃ) গাছকে বললেন, তুমি আপন স্থানে চলে যাও, গাছটি তার আপন স্থানে চলে গেলেন। অতপর ঐ ব্যক্তিকে অনুমতি দিলে সে তাঁহার (রাসুল (সঃ) এর) মাথা মুবারক ও পাদয় মুবারকে চুমু দিলেন। তুহফাতুল আহওয়াজী ৭ খন্ড ৫২৮ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ১১ খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, আল-কালামুল মুবীন-১৪৬ পৃষ্ঠা।

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ فَاطِمَةَ وَيَقُولُ أَحَدُ مِنْهَا رِيحُ الْجَنَّةِ وَقَبَّلَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَ عَائِشَةَ وَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبَّلَ رَجُلٌ أُمِّهِ فَكَانَتْ قَبْلَ عَتَبَةَ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ হযরত নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফাতেমা (রঃ) কে চুমু খেতেন। রারীদের থেকে কেহ বলেন, চুমু খাওয়ার বিষয়ে জানতে চাহিলে, তিনি বলতেন আমি ফাতেমা থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। হযরত আবু বকর (রঃ) হযরত আয়েশা (রঃ) এর মাথায় চুমু দিয়েছেন। হযরত রাছুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মায়ের পায়ে চুমু খায়, সে যেন জান্নাতের চৌকাটে চুমু খায়। ইমাম হুরবছী (রঃ) এর মাঝে ১ম খন্ড ১৪১ পৃষ্ঠা।

عَنْ طَلْحَةَ قَالَ قَبَّلَ خَيْشَمَةَ يَدَيَّ وَقَالَ مَالِكٌ قَبَّلَ طَلْحَةَ يَدَيَّ.

অর্থাৎ হযরত তালহা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত খায়শামা (রঃ) আমার হাত চুমু দিয়েছেন। হযরত



মালেক (রঃ) বলেন, হযরত তালহা (রঃ) আমার হাতে চুমু খেয়েছেন। মুহান্নেফে ইবনে আবি-শারবা ৮ খন্ড ৫৬ পৃষ্ঠা, তাবকাতে ইবনে সাদ ৬ খন্ড ২০১ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় এসেছে-

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّقْبِيلِ الْبَيْدِ وَالرَّجُلِ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ إِنَّمَا كَرَّمَهَا مَالِكٌ إِذَا كَانَ عَلَى التَّعْنِيمِ وَالْمَنْكِيزِ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ لِدِينِهِ أَوْ لِعَلِيهِ أَوْ لِيُشْرَفَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.

অর্থাৎ পবিত্র হাদীছ শরীফে প্রমাণ করে যে, হাত-পা চুমু খাওয়া বৈধ। আল্লামা আবহারী (রঃ) বলেন, সাধারণ সম্মান প্রদর্শন ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে যদি হয়, তা মাকরুহ হবে। তাতে যদি তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কারণে অথবা ব্যক্তির জ্ঞানের কারণে অথবা তার মর্যাদার কারণে হয়ে থাকে তাহলে বৈধ হবে। ফাতহুল বারী ১১ খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা, তুহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিজী ৭ খন্ড ৫২৮ পৃষ্ঠা।

لَا يَكْرَهُ التَّقْبِيلُ لِرُؤْيَا وَعِلْمٍ وَكِبَرٍ سِنَّ قَالَ النَّوَوِيُّ تَقْبِيلُ يَدٍ إِنْ كَانَ لِعَلِيهِ وَرُؤْيَا وَدِيَانَتِهِ وَذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ لَمْ يَكْرَهُ يَلُ يُسْتَحَبُّ.

অর্থাৎ কাউকে ইবাদত বাজ্জী, জ্ঞান ও বয়োজৈষ্ঠ্যের কারণে মাকরুহ নহে। ইমাম আল্লামা নববী (রঃ) বলেছেন- অন্যের হাত চুমু খাওয়া যদি ইবাদত, জ্ঞান ও ধর্মীয় কারণে এটা মাকরুহ নয় বরং মুস্তাহাব।

قَالَ النَّوَوِيُّ إِذَا أَرَادَ تَقْبِيلُ يَدٍ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِرُؤْيَا وَصِلَاحِهِ وَعِلْمِهِ وَشَرَفِهِ وَصِيَانَتِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ لَمْ يَكْرَهُ يَلُ يُسْتَحَبُّ وَإِنْ كَانَ لِيَفْنَاهُ وَدُنْيَاهُ وَثَرْوَتَهُ وَشُرُكَّتَهُ جَاهَتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ شَدِيدٌ الْكَرَاهَةِ (مشكوة صفحہ ۱۰۲)

অর্থাৎ ইমাম নববী (রঃ) বলেন, যখন ইচ্ছা করে অন্যের হাত চুমু খাওয়ার জন্য, আর তাহা যদি খোদাভীরুতা, সত্যতা, জ্ঞান, মর্যাদা, সাধুতা ও এধরনের ধর্মীয় কারণে হয়ে থাকে তা মাকরুহ নয়, বরং মুস্তাহাব। আর যদি ধনী-হওয়ার জন্য দুনিয়া সম্পদ বস-দুনিয়াবাসীর নিকট ক্ষমতার জন্য ও এধরনের অন্যান্য কারণে হয় তা কটিনতম মাকরুহ হবে, মিশকাত শরীফ ৪০২ পৃষ্ঠা, ১১ নং টিকা দ্রষ্টব্য।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রঃ) বলেন-

وبوسه دادن دست عالم متورع راجئزاست وبعضی گفته اند مستحب است اگر بردست عالم یا سلطان بوسه دهد از جهت عالم وعدالت واعزاز دین لا بأس به است اگر جهت غرض دنیاوی کند مکروه است ودر بعضی احادیث بوسیدن بعضی از صحابه پائے آن سرور صلی الله علیه وسلم امد- و مختار همین است معانقه و تقبیل در قدم از سر جائز است بیه کراهت اشعة اللمعات شرح مشکوة، ج- ۱، صفحہ ۲۳ و مظاهر حق، ج- ۱، صفحہ ۶۰

অর্থাৎ পরহেজগার আলেমের হাতে চুমু দেওয়া জায়েয। কেহ কেহ মুস্তাহাব বলেছেন। যদি ইলমের কোন আলেমের হাতে। ন্যায় বিচারের কারণে বাদশাহের হাতে ও দ্বিনি সম্মান প্রদর্শনের কারণে সম্মানিত ব্যক্তির হাতে চুমু



مہولانا آبدول ہائی لکننڈی (رہ) বলেন-

نعظیم وتبرک کے طور پر عالم متقی سلطان عادل اور حاکم مقدر دین کے ہاتھوں کو بوسہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں

अर्थात्- सम्मान प्रदर्शन ও বরকত হাছিল উদ্দেশ্যে পরহেজগার আলেম; ন্যায় বিচারক বাদশাহ ও সং যোগ্য হাকিমের হাতে চুমু দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। ফতোয়ায় আবদুল হাই লকনভী ৪৩০ পৃষ্ঠা।

ফতোয়ায় রশীদিয়াতে আছে-

سوال: کسی شخص کی تعظیم کو گھرا ہوجانا اور پاؤں پکڑنا اور چومنا تعظیما درست ہے یا نہیں؟

جواب: تعظیم دندان کو گھرا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا اسے ہی شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے

अर्थात्- প্রশ্ন: কোন ব্যক্তির প্রতি সম্মান গভীর হওয়া এবং সম্মানার্থে তার পা ধরা ও চুমু বৈধ না অবৈধ?

উত্তর : ধর্মীয় ব্যক্তির প্রতি সম্মান গভীর হওয়া বৈধ, ঐ ব্যক্তির পা চুমু খাওয়া ও বৈধ। যা হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত আছে। ফতোয়ায় রশীদিয়া (কামেল) ৪৫৯ পৃষ্ঠা।

ইমদাদুল আহকামে আছে-

عالم ووالدين کی تقبیل ید ورجل جائز ہے مگر انحاء منل رکوع حرام ہے

अर्थात् आलेम ও পিতা-মাতার হাত ও পা চুমু দেওয়া জায়েয আছে কিন্তু রুকুর মত ঝুকে পড়া হারাম। ইমদাদুল আহকাম ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠা।

ফতোয়ায় মাহমুদিয়াতে আছে-

جو شخص واجب الاكرام ہواسكى قدم بوسى كى اجازت ہے لیكن اعتقاد میں غلو نہ ہو اور سجدة كى بیٹ نہ ہونے پائے

अर्थात् याके सम्मान करा गयाजिब तार पा चूम देওয়া जायेय আছে। কিন্তু विश्वासے अतिरञ्जित हते पारबे ना এবং याते सिजदार मत अवस्था ना हय। फतोयाये माहमुदिया १म खंड १७५ पृष्ठा।

सुतरात् परहेजगार आलेम, न्याय परायन बাদशा, शिक्षक, गीर बुजुर्ग, माता-पिता এবং माता-पिता समतुल्य व्यक्ति श्वाशुर-श्वाशुरी ए धरणेर व्यक्तिदेर सम्मानार्थे हात-पा चूम खाওয়া, ओ पा धरे सालाम वा सम्मान प्रदर्शन करा जायेय मुस्ताहाब।



দীদারে এলাহী লাভে

হযরত গাউতুল আজম মাইজতাবারী (কঃ) প্রবর্তিত মাইজতাবারী ত্বরিকায় সাধনা-

-আবদুল মতিন

(৬ষ্ঠ পর্ব)

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

জিকির মাহফিল : খোদার নৈকট্য হাসেল সাধনে জিকির একটি উচ্চমার্গের সাধন পদ্ধতি। শয়তানের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হয়ে সদা সর্বদা খোদা স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার কার্যকরী পন্থা হলো জিকিরে মগ্ন থাকা। পবিত্র কোরআন করীমায় আল্লাহতায়াল্লা বলেন : “নিশ্চয় যারা মুত্তাকী, শয়তানের কারণে তাদের অন্তরে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হলেই তারা আল্লাহর জিকিরে মগ্ন হয়ে পড়ে, ফলে তৎক্ষণাতঃ তাদের চক্ষু খুলে যায়।” (সূরা আ’রাফ আয়াত ২০০)। শয়তানের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যক্তি হচ্ছে মোমেন এর পর্যায়ভুক্ত। আর মোমেনের কলবই হচ্ছে খোদাতায়াল্লার অবস্থান ক্ষেত্র। মোমেন এর পর্যায়ে নিজেকে উত্তরণের অন্যতম সোপান হলো আল্লাহর জিকির। জিকির একাকী অথবা সামষ্টিকভাবে করা যায়। আপন পীরের নির্দেশ মোতাবেক তরীকত পন্থীগণ এক সাথে হয়ে দলবদ্ধভাবে সুর তাল লয়ের সমন্বয়ে জিকির করাকে জিকির মাহফিল বলা হয়। মাহফিল সহকারে জিকির করা অতিশয় উত্তম। জিকির মাহফিলে ঐশী প্রেমের আবহ সৃষ্টি হয়। জিকিরকারীদের অন্তরে খোদার প্রেমার্নির ফলু ধারা বয়ে যায়। হৃদয় মন হালকা হয়ে স্বর্গীয় প্রশান্তিতে ভরে উঠে। অন্তর খোদারী প্রেম মদিরা পানে বিভোর হয়ে অজদ হাল প্রাপ্ত হয়। খোদার নৈকট্য হাসেলের দ্বার প্রাপ্ত পৌছানোর ঐশী আনন্দ অনুভূত হয়। খোদারী প্রেমার্নির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অজদ করতে করতে বেহুশ হয়ে যায়, যা দীদারে এলাহী লাভের পরিলক্ষণ। পবিত্র হাদীস শরীফ এবং মনীষীদের বাণীতে জিকির মাহফিলের ফজিলতাদি বর্ণিত করা আছে।

পবিত্র হাদীছে কুদসীতে আছে : (১) “আমার বান্দা যখন আমাকে নিভূতে স্মরণ করে, আমিও তাহাকে নিভূতে স্মরণ করি, আর যখন সে আমাকে কোন মজলিশে স্মরণ করে, আমি তাহাকে এমন এক মজলিশে স্মরণ করি, যা তার মজলিশ চেয়েও উত্তম-যাতে সে আমাকে স্মরণ করে।”

(২) “এমন কোন জাতি নেই যারা আল্লাহর জিকিরের জন্য মজলিশে বসেছে অথচ জ্বৈনক ঘোষক আকাশ থেকে তাদেরকে এই বলে আহবান করেননি-নিশ্চয় তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং তোমাদের পাপ সমূহ পূন্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে।” (আসকারী এ হাদীসটি হজরত হানযালা (রাঃ) আবসী হতে সংগ্রহ করেছেন)।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন : “যখন তোমরা বেহেশতের পার্শ্বে দিয়া যাও, উহার ফল ভোগ কর। ছাহাবায়ে কেরাম হুজুর (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন-বেহেশতের বাগান কি? তিনি (সঃ) ফরমাইলেন, জিকিরের হালকা বা মজলিশ। (তিরমিজি)।

জিকিরের মজলিস এর ফজিলতের বর্ণনায় হজরত আতা (রহঃ) ঐর বানী : “যেই ব্যক্তি জিকিরের মজলিশে বসে আল্লাহতায়াল্লা তাহার দশটি খারাপ মজলিশের গোনাহ মাফ করিয়া দেন।” আল্লামা জালাল উদ্দিন সায়ুতী রেওয়াত করেছেন : “আল্লাহর কতক ফেরেশতা ভ্রমণ (সফর) করিয়া বেড়ায় এবং যেকেরকারীগণের হালকা (মজলিস) অশ্বেষন করিয়া বেড়ায়, যখন কোন যেকেরের হালকার নিকট পৌছে, তখন তাহাদের মধ্যে কতক সঙ্গী অপর ফেশেতাগণকে বলে, চল আমরা ইহাদের (যেকেরকারীদের) সঙ্গে বসিয়া যাই। যেকেরকারীগণ যখন খোদার নিকট দোয়া করে, তখন ফেরেশতাগণ আত্মীন বলে এবং যতক্ষণ তাহারা ঐ প্রকার করিতে থাকে এবং অবশেষে এক ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে বলে-ইহারা শুভ সংবাদ জ্ঞাত হউক যে, ইহারা মুক্তি ব্যতিরেকে নিজ স্থান হইতে



প্রত্যাবর্তন করিবে না।”

সূতরাং বুঝা যায় যে মাহফিলের সহিত জিকির করা অত্যন্ত ফজিলতের কাজ। অন্তরে ঐশী ভাবাবেগ সৃষ্টির মাধ্যমে খোদার নৈকট্য সাধন পত্রিয়ায় একটি অনন্য আংগিক। হৃদয়ে খোদায়ী প্রেমায়ী সৃষ্টি করতে, অজদ বা জজবা হাল আনয়নে মাইজভাগুরী তুরীকার অনুসারীরা দলবদ্ধ হয়ে পীরের তরিকত প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাহফিল সহকারে জিকির আদায় করে।

জিকরী মাহফিলের কানুন ও শরায়ত সমূহ :

ধর্মীয় আঙ্গিকে শরায়ত মানে হচ্ছে বিধি বিধান, নীতিমালা। প্রণীত নীতিমালা অনুসরণে যে কোন সাধন চর্চায় সাফল্য বয়ে আনে। নিয়ম বিধি বিধান না মানলে সাধন হবে অন্তঃসারশূন্য, সেটা জাগতিক হউক বা আধ্যাত্মিক হউক। বিধি বিহীন সাধন মাঝি বিহীন নৌকা চালান সমান। অতীষ্ট লক্ষে পৌঁছানো যাবে না। জিকির মাহফিল হতে রূহানী ফয়েজ বরকত হাসেলে মাইজভাগুরী তরিকা'য় সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান রয়েছে, যা জিকির মাহফিলের শরায়ত নামে অভিহিত। মহান আল্লাহতায়ালার নৈকট্য অর্জনের সাধনায় মাইজভাগুরী তরিকায় জিকরী মাহফিল সঠিক আঙ্গিকে আমল করার লক্ষে অস্বীয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) তাঁর রচিত “মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া” কিতাবে জিকরী মাহফিলের কানুন ও শরায়ত সুস্পষ্ট ও সাবলীলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। নিম্নে তা বর্ণিত হলো :

কানুন :

মাইজভাগুরী তুরীকা সমস্ত তুরীকার সমাবেশ ও সর্ব ব্যাপ্তনকারী। কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নত্ববন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, ছরওয়ারদীয়া, তৈপুরীয়া, জোনাইদীয়া ইত্যাদি তুরীকা উহার অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত তরীকতপন্থীরা মাইজভাগুরী তুরীকা মত জিকির আজকার বা স্ব স্ব পীরবুজুর্গ ধ্যানে স্ব স্ব তুরীকানুযায়ী জিকির করিয়া মাইজভাগুরী (কঃ) হইতে ফয়েজ রহমত অর্জন করিবার অধিকার আছে। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণেরও স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী উপাসনা করিয়া মাইজভাগুরী (কঃ) হইতে অনুগ্রহ বা ফয়েজ রহমত অর্জনের অধিকার আছে। মাইজভাগুরী তরিকতপন্থী মুরিদ, ভক্ত, আশেকগণও তাহাদের রুচি অনুযায়ী বা নিজ পীরের ছবক ও তালীম অনুযায়ী যে কোন তুরীকত পন্থতি অনুসারে জিকির করিবার অধিকার রহিয়াছে। যাহারা ছেমায় আসক্ত, ছেমা বা গান বাদ্য জনিত জিকির বা জিকরী মাহফিল করিতে চাহেন তাহাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির বা জিকরী মাহফিল করিবার অনুমতি ও অনুমোদন আছে। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর (কঃ) শুভদৃষ্টি ও ফয়েজ রহমত অর্জনে খোদার নৈকট্য ও কৃপা বারী হাছেল করতঃ দোজাহানের ছরফরাজী ও সফলকাম হইতে হইলে সকলের জন্য ছেমা যুক্ত ব্যক্তিগণের নিম্নলিখিত শরায়ত অনুযায়ী আদবের সহিত মাহফিলে মিলাদ, মাহফিলে তাওয়াল্লোদ শরীফ এবং জিকরী মাহফিল অনুষ্ঠিত করা কর্তব্য।

শরায়ত :

- ১) “তাহারত” বাহ্যিক পবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান মত অজু করা, কাপড় পাক রাখা, স্থান পবিত্র হওয়া ইত্যাদি গুচি গ্রহণ।
- ২) মানসিক পবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ কুধারণা, দুনিয়ার ধ্যান বর্জন করতঃ পীর মুরশীদ ও আল্লাহতায়ালার ধ্যান রাখা।
- ৩) স্ব স্ব কামেল পীরের ছবক মত জিকির করা।
- ৪) কামেল পীর বা পীরের অনুমতিপ্রাপ্ত খলিফার উপস্থিতি।



৫) পবিত্র কোরানের আয়াত, দরুদ শরীফ ও মিলাদে নববী বা তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া পাঠাণ্ডে জিকিরী মাহফিল আরম্ভ করা।

৬) মিলাদ বা তাওয়াল্লোদ শরীফ পাঠে অসমর্থ হইলে কমপক্ষে কোরানের একটি ছুরা হইলেও দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে।

৭) নামায সমাপনী কায়দা মত আদব ও শৃঙ্খলার সহিত বসিতে হইবে।

৮) ধূমপান বা যে কোন পানাহার উক্ত সময় বর্জন করিতে হইবে।

৯) উপস্থিত লোক সমূহ তরিকত পন্থী হইতে হইবে। কম বয়স্ক বালক বালিকার উপস্থিতি নিষেধ। মেয়ে পুরুষ একত্রিতভাবে বসিতে পারিবে না।

১০) মেয়ে লোকদের জিকিরী মাহফিল, পর্দায় পুরুষ থেকে ভিন্ন হইতে হইবে।

১১) মাহফিল অবস্থায় অজদপ্রাপ্ত বেহুশ ব্যক্তিকে ইজ্জত ও হেফাজত করিতে হইবে।

১২) জিকিরী মাহফিল নিজ অধিকারী জায়গায় হইতে হইবে।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) শুভদৃষ্টি ও ফয়জ রহমত অর্জনে খোদার নৈকট্য ও কৃপাবারি হাছেল করতঃ দোজাহানের ছরফরাজী ও সফলকাম হইতে হইলে জিকির মাহফিলে সকলের জন্য ছেমা যুক্ত ব্যক্তিগণেরও উপরে বর্ণিত শরায়তে অনুযায়ী আদবের সাথে মাহফিলে মিলাদ, মাহফিলে তাওয়াল্লোদ শরীফ এবং জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত করা কর্তব্য।”

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুরশীদে বরহক, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) জিকির মাহফিলের উপরে অতীব গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি আঞ্জমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহু এমদাদীয়া) ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটির শাখা সমূহে নিয়মিতভাবে মাসিক জিকির মাহফিল জারী রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাছাড়া মাহফিল সমূহ সঠিক আঙ্গিকে পরিচালনা করবার জন্য দারুল-তায়ালীমের প্রতিনিধি অনুমোদন দিয়েছেন এবং তাঁর অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, আলোচনা, মিলাদ ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া পাঠ, জিকির এবং মুনাজাত পরিচালনার মাধ্যমে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নফসে ইনসানী হতে রুহে ইনসানীতে উপনীত হওয়ার জন্য শাখার মাসিক মাহফিলে অংশ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। মাসিক মাহফিলে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মুর্শিদ কেবলা হতে রুহানী ফয়েজ লাভ হবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ সহজ ও সুগম হবে। তাছাড়া মাইজভাগুর দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও ঢাকা খানকা শরীফে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিশেষ নেয়ামতের বিষয় যে, মাইজভাগুর দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম খানকা শরীফে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক মাহফিলে মুর্শিদে বরহক, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) মেহেরবানী করে উপস্থিত থাকেন। তিনি “নুরে মোহাম্মদীর প্রতিনিধিত্বকারী আংগিক” বিধায় তাঁর সম্মুখে বসে জিকির করা মানে হাকীকতে নুরে মোহাম্মদী (সঃ) এর সামনে জিকির করার শামিল। “আলহামদুল্লাহ”। তিনি যে সমস্ত মাহফিলে উপস্থিত থাকেন এ সমস্ত মাহফিলে অংশ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক আতা করুক। আমিন।।

ছেমা মাহফিল : জাগতিক মোহে প্রলুব্ধ হয়ে মানব যখন তার মানবীয় গুণাবলী হারিয়ে ফেলে, মানুষের অন্তর হতে খোদায়ী প্রেম প্রেরণা লুপ্ত হতে চলে তখন আল্লাহতায়াল্লা কতৃক প্রেরিত যুগ সংস্কারক অলীয়ে কামেলগণ মানব জাতিকে বিভিন্ন হেকমত অবলম্বনে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে থাকেন। মানব হৃদয়ে সুপ্ত খোদায়ী প্রেম প্রেরণার



উন্মেষ সৃষ্টিতে স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন খোদায়ী কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। তেমনি এক অনিন্দ্যসুন্দর খোদায়ী কৌশল হলো ছেমা মাহফিল যেখানে বাদ্য যন্ত্র সহকারে আল্লাহ, রসুল, অলী উল্লাহদের শানে নাতীয়া, গজল, ইত্যাদি ছন্দে বন্দে গেয়ে আল্লাহ ও রসুলগণের প্রেম প্রেরণা জাগিয়ে বাদ্য যন্ত্রের তালে তালে “জিকরী জলী বা খফী” করাকে হেকমত হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন কোরান পাকের আয়াত : “ওয়াদয়ু এলা ছবীলে রাব্বেকা বিল্ হেকমতে ওয়াল মওজাজিল হাছানা” অর্থাৎ খোদার দিকে জনগণকে হেকমত, কৌশল ও সৎকার্যে উৎসাহপূর্ণ কথা দ্বারা আহবান কর।

ছেমা খোদা প্রেমিকদের আহ্বায় এবং খোদা সন্ধানীদের শক্তি বর্ধন করে। রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : আছ্ছেমাউ লেকাউমে ফারজু, ওয়া লে কাউমে ছুন্নাতু ওয়া লে কাউমে বেদআতু ওয়াল ফারজু লিল্খাউছে ওয়া ছুন্নাতু লিল্ মোহেব্বীনা ওয়াল বেদাতুলিল্গাফেলিন অর্থ্যাৎ ছামা (ভক্তি মূলক গান) কোন লোকের জন্য ফরজ, কারও জন্য সুন্নত, আবার কারো জন্য বেদআত। বিশেষ লোকদের জন্য ফরজ বা অত্যাবশ্যক, প্রেমিকদের জন্য সুন্নত এবং সাধারণ লোকদের জন্য বেদআত।”

খোদার নৈকট্য হাসেলের সাধনায় অন্তরে একাগ্রচিত্ততা আনয়নে ছেমা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। মওলানা রুমী (রাঃ) মছনবী শরীফ বর্ণনা করেন : “ছেমা আশেকানদের খোরাক, যেহেতু উহাতে খোদায়ী মিলনের খেয়ালই নিহিত। দিলের খেয়াল ছেমা দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়, এমনকি রাগের আওয়াজে ছুরত পর্যন্ত পরিবর্তন হয়। আগুনের মধ্যে কয়লার গুড়া নিক্ষেপ করিলে আগুন যেমন প্রজ্জ্বলিত হয়। তদ্রূপ রাগের আওয়াজে প্রেমায়িত ও শক্তিশালী হয়। গানের দ্বারা খোদা প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়।” ছেমা’য় খোদার প্রেমায়িতে কলব নরম হয়ে যায় যেমন আগুনের তাপে পাকানো বস্ত্র নরম হয়। “তাজকেরাতুল মায়াদ” নামক কিতাবের প্রথম পরিচ্ছেদে ছেমা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। উক্ত কিতাবে লিখেন যে, “মানুষের অন্তরে আল্লাহর রহস্য নিহিত। উহা মানুষের অন্তরে এমনভাবে গোপন রহিয়াছে যেমন লোহা ও পাথরের মধ্যে অগ্নি লুকায়িত।” লোহা ও পাথরের ঘর্ষনে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় তদ্রূপ আল্লাহর জিকিরের আওয়াজে কলবে অন্তর্গত নিহিত খোদায়ী নুর প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। মানবের অবয়বে খোদায়ী নুরের জালওয়া বিকশিত হয়।

হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) তাঁর রচিত কিতাব তোহফাতুল আখিয়ার ফী-দাফ্-ই-শারারাতিল আশরার এ লিখেছেন : “যেহেতু আল্লাহ পাক গান শুনা, বাজনার আওয়াজ এবং সমস্ত রাগের মধ্যে এমন গুণ রহস্য আমানত রাখিয়াছেন, যা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আশেকানদের জন্য প্রেমায়িতে দক্ষ হওয়ার স্বাদ রহিয়াছে। সুতরাং রাত দিন ইহা শুনার জন্য তাহারা সমাবেশিত হয় এবং সং উদ্দেশ্যে সহিত্য নিয়তে বিনা দ্বিধায় ও ইনকার ব্যতীত রাগ গান শুনিয়া থাকে। ইহার দ্বারা তাহাদের কলব নরম হইয়া যায় যেমন আগুনে পাকানো বস্ত্র নরম হয়। তখন তাহাদিগকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হরকত-নৃত্য করিতে দেখা যায়। এই “ছেমা” উক্ত পুণ্যবান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের প্রধান সহায়।” খোদার সঙ্গে বান্দার প্রেম বন্ধন তৈরী, তার সাথে প্রেমালাপে, তার নৈকট্য অর্জনে ছেমা অনন্য কার্যকরী সাধন পন্থা। হযরত ছুমনীন মুহীব (রাঃ) বলেছেন- “ছেমা রুহের প্রতি আল্লাহপাকের ডাক এবং অজুদ হইলো রুহের জওয়াব। তাহাতে বেহুস বা অজ্ঞান হওয়া আল্লাহর দীদার লাভের চিহ্ন এবং জ্ঞানের দ্বারা খোদার দীদার লাভের খুশীর চিহ্ন প্রস্ফুটিত হয়।” (তোহফাতুল আখিয়ার)

বাদ্য যন্ত্র সহকারে ধর্মীয়ভাবাপন্ন সংগীতের তালে তালে জিকির মাহফিল করাকে ছেমা মাহফিল বলা হয়। কাহাকেও এই সময় ‘হালকা’ বা হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য অবস্থায় “অজদ” করিতে দেখা যায়; কেহ বা “জিকরে কলবী” দ্বারা খোদা প্রেমবিভোর হয়ে পড়ে। খোদার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে ছেমা মাহফিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ছেমা মাহফিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানব মনে খোদায়ী জজবা বা প্রেম বিভোর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ‘পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে- “জজবাতুন মিনাল্লাহু খাইরুম মিন আমালিহি ছাকালাইন।” অর্থ্যাৎ খোদার একটি



জজ্বা বা প্রেম বিভোর অবস্থা দুই জাহানের এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ ।”

“খোদা ভাব বিভোরতা মানবকে সংসার পারিপার্শ্বিকতার কলুষিত অবস্থা হইতে দূরে রাখিয়া কলুষমুক্ত এবাদত ও খোদার প্রেমে বিভোর করিতে সাহায্য করে। এই ভাবপ্রবণ চিন্তা এমন এক বস্তু, যাহা ছালেক বা এই পথের পথিককে নেহায়েত সহজে সবকিছু ভুলাইয়া এক পাপ বিরত অবস্থায় পৌছাইয়া দেয় যাহা ছালাত বা নামাযের উদ্দেশ্য। ইহা মনের সমস্ত কামনা-বাসনা ভুলাইয়া খোদা পথচারীকে খোদার প্রেম-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। এই প্রেম সমুদ্রের লবণাক্ত আশ্বাদে আশ্বাদিত হইয়া উঠিলে তাহার অপবিত্র হস্তি বা স্বত্তা বিলুপ্ত হইয়া লবণহ্রদে পতিত বস্তুর মত লবণাক্ত হইতে বাধ্য হয়। তখন সেই ব্যক্তির স্বত্তা বা নফছ পবিত্র সাব্যস্ত হয়। যেমন কোরআন- নিশ্চয় “হাছনাতে” বা পুণ্য “ছইয়াতে” বা পাপকে বিনাশ করে। যেইরূপ শহীদের রক্ত পানি হইতেও পবিত্র; যদিও শরা’মতে আদতে রক্ত অপবিত্র। এই খোদায়ী প্রেম-নদীতে পবিত্র অপবিত্র যাহা কিছুই পড়ুকনা কেন সমস্তই পরিণামে ঐ প্রেমজ্ঞ তৌহীদী মহাসাগরে পতিত হইয়া পবিত্র হইয়া যায়। নদী-নালা প্রভৃতি জল প্রবাহের গতির পরিণতি, মহাসাগরের সহিত মিলন ও পবিত্র হওয়া।” (বেলায়তে মোতলাকা)।

আধ্যাত্মিক সংগীতের সুমধুর মূর্ছনা মানব হৃদয়ের কাঠিন্যতা কোমলতায় পরিণত হয় এবং অন্তরে সহজাত খোদায়ী প্রেমমালার তরঙ্গ সৃষ্টি হয় যা মনকে আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করে। অন্তরে লালিত খোদায়ী প্রেম ভাষারে প্রেমায়ি সৃষ্টির মাধ্যমে খোদারভাবে বিভোর হওয়ার মানসে মাইজভাগারী তরিকায় ‘ছেমা মাহফিল’ একটি বিশেষ সাধন অনুসঙ্গ, তবে এতে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। মাইজভাগারী তরিকার সাধকগণের মঞ্জিলে মকছুদ হলো সদা প্রভুর মিলন এর স্বর্গীয় অনুভব, ক্ষনিকের বিচ্ছেদ তাদের জন্য নরকতুল্য। এজন্য সদা হৃদয়ে খোদার প্রেমায়িকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে তারা আধ্যাত্মিক সাধন সংগীত চর্চা করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রঃ) এ লিখেছেন-

বিচ্ছেদের অনলে সদাই অঙ্গ জ্বলে- বিনয় করিগো প্রিয়া আয় আয়রে।

তাপের তাপিনী হইয়া বৈরাগিনী- বিলাপী কুহরী প্রিয়া আয় আয়রে।।

একেলা ঘরেতে আসিয়া- স্বপ্নেতে লুটিলা যৌবন ধন।

সেই অবধি মন- সদা উচাটন উদাসী হইয়াছি প্রিয়া আয় আয়রে।।

কামের কামিনী হইয়ে বৈরাগিনী- ত্যাগিলাম পুষ্পের খাট।

তুই বন্ধু বিহনে হৃদেরি আসনে- বসাবো কাহারে প্রিয়া আয় আয়রে।।

তোমার তাড়না শরীরে সহেনা- সহজে অবলা মুই।

বন্ধু বন্ধু বলে ঝাম্প দিব জলে- জীবন ত্যাগিব প্রিয়া আয় আয়রে।।

তোমার কারণে গহন কাননে- পর্বত শিখর ভ্রমেছি কত।

নুতন বয়সী হইলাম তপসী- মন্ত্রণা যাপিয়ে প্রিয়া আয় আয়রে।।

দাস হাদী বলে প্রেমেতে মঞ্জিলে- নাহিকো মুক্তির আশ।

যাবৎ জীবন করহে জপন - প্রেমের জপনা প্রিয়া আয় আয়রে।। (রক্ত ভাণ্ডার-২য় খণ্ড)

মাইজভাগারী গানের প্রতিটি ছন্দে আল্লাহ রসুল নবী অলীয়ে কামেলদের গুনকীর্তন ও প্রেমের কাহন ভক্তি ও যতনে উপস্থাপিত। নিষ্কলুষ এই মাইজভাগারী সংগীত শ্রোতাদের হৃদয়ে খোদার আনুগত্যের মহিমার সঞ্চারণ ঘটায়, অন্তর ঐশী প্রেমে উদ্ভাসিত হয়। মানব হৃদয়ে পঙ্কিলতা নিরসন করে পবিত্রতা আনয়নে, সাধন প্রক্রিয়ায় একান্তচিত্ততা লাভে, অন্তরে খোদায়ী হাল জজ্বা সৃষ্টিতে মাইজভাগারী তরিকায় অনুশীলনকৃত ‘ছেমা মাহফিল’ অনুপম কার্যকরী হেকমত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে বর্ণিত খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাগারী সঙ্কলিত হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী (কঃ) এর “জীবনী ও কেরামত” কিতাবের সপ্তবিংশ



পরিচ্ছেদে উল্লেখিত “বাহাছ মোনাজেরা”য় বিধৃত ঘটনায় ইহার প্রমান মিলে ।

বাহাছ মোনাজেরা :

এক সময় আজমিনগর নিবাসী মাষ্টার ফয়েজ উল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে মওলানা মহীউদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে মাইজভাগুরী তরিকামতে হালকা জিকির, ছেমা ও সেজদায়ে তাহীয়া সম্বন্ধে মাইজভাগুরী ভক্তগণের বিরুদ্ধে ওয়ায়েজ করার জন্য দাওয়াত দেয়া হয় ।

হযরতের মধ্যম ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র ও অন্যতম খলিফা জনাব মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক (প্রকাশ ছোট মওলানা) সাহেব আজমিনগর নিবাসী মুন্সী আফাজ উদ্দিন সাহেবের পুত্র হজরত সাহেবানীর সহোদর ভ্রাতা ও হযরতের ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফা আবদুল মজিদ মিঞাকে হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া আরজ করিলেন—

হুজুর! আমরা বহু আলেম দরবারে পাকে শিষ্য ভক্তদের মধ্যে বর্তমানে আছি । মহিষখালীর মওলানা আকামুদ্দিন সাহেব, রাঙ্গুনিয়ার মওলানা খলিলুর রহমান সাহেব, বাঁশখালীর মওলানা মোহছেন সাহেব, সুন্দরপুরের মওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব, কাঞ্চনপুরী মওলানা আবদুল গণি (আয়নায়ে বারী প্রণেতা) সাহেব, মওলানা আবদুচ্ছালাম, মওলানা আবদুল হাদী, ফরহাদাবাদী মওলানা আমিনুল হক সাহেব এবং হাফেজ ক্বারী মওলানা মুহাম্মদ তাফাজ্জুল হোসাইন সাহেব এবং আরো অনেক বিখ্যাত আলেমগণ উপস্থিত আছেন । আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই মোনাজেরায় সুদক্ষ । হুজুরের অনুমতি পাইলে আমরা মওলানা মহীউদ্দিনের সাথে বাহাছ মোনাজেরা করিতে ইচ্ছা করি ।

হযরত আদেশ করিলেন, “তিনি মুসবী তরিকার লোক খিজিরী তরিকার কাজকারবার তিনি কি বুঝিবেন? তোমরা ফাহাদ ও বাহাছ করিও না । আপন হালতে থকিয়া যাও । তাহারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে ।” তখন মওলানা আমিনুল হক সাহেবের (হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র) আদেশে, আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীতে ছেমা সহ জজবার মজলিশ করা হয় ।

তাহারা ছেমা জজবা মজলিশ করার কালে যাহারা আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতে লাগিল; ছেমার শব্দ কানে আসিতেই তাহাদের জজবা ও সমস্ত শরীর আলোড়ন হইতে লাগিল । সকলেই ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল । হিন্দুরা বলাবলি করিতে লাগিল, এই রাস্তা দিয়া যাইওনা । এই বাড়ীতে মক্কা চালান দিয়াছে । কেহ স্থির থাকিতে পারিবেনা । ফলে দেখা গেল মওলানা মহীউদ্দিনের মজলিস জমিল না । উক্ত মজলিশ হইতে প্রায় সকলেই জজবা হালতে ও বেখোদ আবস্থায় এই হালকা ও ছেমার মজলিসে যোগদান করিতে লাগিল ।”

গান বাদ্য ও ছেমায় হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) ঐর সম্মতি ছিল । খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহু চুফী দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) সঙ্কলিত হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) ঐর “জীবনী ও কেরামত” কিতাবে এ সম্পর্কে বর্ণিত অংশ নিয়ে উল্লেখ করা হলোঃ—

‘গান বাদ্যে ও ছেমায় হযরতের সম্মতি’

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার পাইন্দং নিবাসী মরহুম মওলানা সাদুল্লাহ সাহেবের পুত্র মোহাম্মদ এসহাক হযরতের ভক্ত ছিলেন । তিনি প্রায় সময় হযরতের খেদমতে আসিতেন । কোন কোন সময় হযরত তাহাকে আদেশ দিতেন, “মামু সাহেব, বাঁশের ঘরে বাস করিয়া গানটি গাও তো ।” তখন তিনি দোজানু হইয়া নিজ হাঁটুর উপর দুই হাতে তাল বাজাইয়া গাহিতে থাকেন—

ওহে জগ মহাঠক কেন কর দিলদারী,
বাঁশের ঘরে বাস করিয়া পাকাইনু চুল দাড়ী ‘ইত্যাদি ।’ (গুরুদাস রচিত)

প্রসিদ্ধ গায়ক গুরুদাস হযরতের ভক্ত ছিলেন । তিনি হযরতের সামনে বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া বৈরাগী সুরে হযরতকে



গান শুনাইতেন। হযরত উহা মনযোগের সহিত শুনিতেন। তিনি গুরুদাস ফকির নামে পরিচিত; (সমাধি বাড়বকুন্ড)। বিখ্যাত গায়ক ও সংগীত বিশারদ আফতাবুদ্দিন, সুর বিশারদ আলাউদ্দিন প্রভৃতি হযরতের সামনে হাজির হইয়া বাঁশী ও সুর এশ্রাজ সমেত হযরতকে সঙ্গীত শুনাইতেন।

ইহা ছাড়া হযরতের মুরীদ শিষ্য-পটিয়া খানার অর্ন্তগত আহল্লা মৌজার কাজী আছাদ আলী, গোবিন্দখীল মৌজার শাহ আমিরজ্জমান, কাম্বন নগর নিবাসী মওলানা আবদুল হাদি সাহেবানদের মধ্যে কেউ কেউ হযরতের খেদমতে গান, গজল, নাতিয়া শুনাইতে অনুমতি চাহিলে, তিনি অনুমতি দিতেন এবং শ্রবণ করিতেন।

প্রায় সময় দেখা যাইত, গান বাজনার ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীগণ তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে গান বাজনা শুনাইতেন। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এর এক বুজুর্গ ভ্রাতৃস্পুত্র ছৈয়দ মওলানা আমিনুল হক ছাহেব (কঃ) জমায়েতের সহিত বাদ্য সহকারে হালকা জজবার মজলিশ করিতেন। হযরত আকদাছ কোন কোন সময় কাহাকেও তথায় পাঠাইতেন এবং বলিতেন “আমার আমিন মিঞার দপ্তর খানায় গিয়া বস”।

মাইজভাগুরী তারিকার অনুসারীগণ নিজ পীরে তারিকতের অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে ছেমা মাহফিল করে থাকেন। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর শুভদৃষ্টি ও ফয়েজ রহমত অর্জনে খোদার নৈকট্য ও কৃপা বারী হাছেল এর নিমিত্তে ছেমা মাহফিল শুরু করার আগে অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) রচিত জিকরী মাহফিলের শরায়তে সমূহ পাঠ ও মাহফিল চলাকালীন সময়ে তা পালন একান্ত প্রয়োজন। মাহফিল শেষে “সজরায়ে আহমদীয়া কাদেরীয়া গাউছিয়া” পাঠের মাধ্যমে মুনাজাত করা হয়। (চলমান)

“আমার দেল পেয়ারা দেলা বাবা আউলিয়া প্রধান,
নুর নবী হযরতের একমাত্র নিশান।।”

Phone : 619397

তৈরী পোষাকের জন্য
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

হোমাইনী

৪২ নং আমিন সেন্টার গ্রাউন্ড
ফ্লোর লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮২০-২৮০২৪০

“দেখে লও কুদরতের শান।

ত্রি-জগতের নয়ন জ্যোতি দেলা বাবাজান।।”



মেসার্স সামগুল আলম এণ্ড ব্রাদার্স
এস.এ.বি গার্মেন্টস

৯০, বাহার লেইন, রেয়াজউদ্দীন বাজার
চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৮-০৯৪৪৪০



সংগঠন সংবাদ

২২ চৈত্র, ৪ এপ্রিল' পবিত্র ওরশ শরীফ, ২০১৫ইংরেজী

মাইজভাগুর দরবার শরীফ ২৭ রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিলে রাসুল করিম (স:) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ মানব জাতির একমাত্র মুক্তির পথ

হাজারো মুসলিম জনতার উপস্থিতিতে এবং ধর্মীয় ভাব গম্বির পরিবেশে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ:) এর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ২৭ রবিউল আউয়াল, ১৯ জানুয়ারী-২০১৫ সোমবার বাদ জোহর থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিলের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি মাইজভাগুর দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল শাহী ময়দানে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ওলামায়ে কেরাম, পীর মশায়েখ, গবেষক, বিভিন্ন ধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফতি, মুহাদ্দিস, মোফাস্সির, আলোচক ও আন্তর্জাতিক বক্তাগণ তকরির পেশ করেন।

মাহফিলে বক্তারা কোরআন হাদীসের আলোকে বলেন 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আদর্শ মানব জীবনে বাস্তবায়ন করলে মানুষের ইহকালিন ও পরকালিন মুক্তি মিলবে। এছাড়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সারা পৃথিবীতে শান্তি, শৃংখলা, ভ্রাতৃত্ববোধ ফিরে আসবে।' রাসুল করিম (স:) এর আদর্শের আলোকবর্তিকা হচ্ছে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:)। তিনি রাসুল করিম (স:) এর প্রতিনিধি হিসাবে এই ধরাধামে আগমন করে লাখো লাখো খোদা অশেষী মানুষকে সিরাতুল মোস্তাকীম পথ দেখাচ্ছে। যার কারণে আজ মাইজভাগুর দরবার শরীফে দেশ বিদেশ থেকে লাখো আশেক-ভক্ত, মুরিদান, জায়েরিন মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিল এবং মহান ১০ মাঘ ওরশ শরীফে অংশ গ্রহন করে।

মাহফিলে ছদারত ও আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ:) এবং মাহফিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সাজ্জাদানশীন হজুর কেবলার একমাত্র শাহজাদা নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (ম:)। উক্ত নুরানী মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইমামে আহলে সুনাত শায়খুল ইসলাম হযরতুলহাজ্ব আল্লামা ক্বাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (ম:)। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শেরে মিল্লাত শায়খুল হাদিস হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হযরতুলহাজ্ব আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী। মাহফিল পরিচালনা করেন মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুর ও জনাব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর। অন্যান্যদের মধ্যে হযরতুলহাজ্ব অধ্যক্ষ মওলানা আহমদ হোসাইন আলকাদেরী, হযরতুলহাজ্ব অধ্যক্ষ মওলানা বদরুদ্দোজা, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মঈনুদ্দীন হেলালী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা বশির আহমদ, মওলানা এনাম রেজা আল কাদেরী, আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহু এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, যুগ্ম সচিব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর, দারুত তাওয়ালীমের প্রধান শিক্ষক, আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী সহ দেশ বরণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ওলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন। আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহু এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা, শাখা দায়রা, খেদমত কমিটি, অঙ্গসংগঠন সহ হাজারো আশেক, ভক্ত, মুরিদান ও স্থানীয় নবীপ্রেমিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাহফিলে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সকাল ৭ টা থেকে আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহু এমদাদীয়া) ফটিকছড়ি, হাটহাজারী এবং রাউজানা উপজেলা কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তাগণ তিনটি পৃথক বর্ণাঢ্য জুলুশ ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান,রাঙ্গুনিয়া এলাকা সমূহ ঘুরে মাইজভাগুর দরবার শরীফে দুপুর ১ টায় পৌঁছে,



সকাল ১০ ঘটিকা থেকে খতমে কোরআন, খতমে গাউছিয়া, না'তে রাসুল (স:) এবং শানে গাউছিয়া পরিবেশন করা হয়। বাদে জোহর থেকে মাহফিলের মূল কার্যক্রম- বিভিন্ন আলেমগণ আলোচনা শুরু করেন।

মাহফিলে মিলাদ শরীফ ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া ও জিকির মাহফিল এর পর শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, শৃংখলা, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করা হয়। উপস্থিত সকলকে তবরুকে বিতরণের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্ত হয়।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:)’র ১০৯তম ওরশ শরীফ

লাখো মুসলিম জনতার উপস্থিতিতে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ’ ধ্বনিতে সম্পন্ন হলো ফটিকছড়ি মাইজভাগুর দরবার শরীফের আধ্যাত্ম শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা, বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী যুগের প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এর ১০৯ তম ওরশ শরীফ। প্রতি বছরের মত এ বছরও সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ:) এর আয়োজন ব্যবস্থাপনায় গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল শাহী ময়দানে মহান ওরশ শরীফ পালিত হয়। উক্ত ওরশ শরীফের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে ছিলেন নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোত্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (ম:)। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ:) বলেন- ‘ইসলামের শান্তির বাণী পৌছানোর জন্য আল্লাহুতায়ালা যুগে যুগে নবী, রাসুল, গাউছ, কুতুব, অলি আল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। বেলায়তী যুগের ঝান্ডা নিয়ে রাসুল করিম (স:) এর আওলাদীয়তের ত্রমধারায় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এই ধরাধামে আগমন করেন। এই ওরশ মোবারকে গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর (ক:) এর ফয়েজ ও মেহেরবানীর জন্য সকল ধর্মের অনুসারীরা অংশ গ্রহন করে।’ তিনি আরো বলেন- ‘গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (ক:) এর গাউছিয়তের ধারা খেলাফতের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। আর যারা এই খেলাফপ্রাপ্ত সাজ্জাদানশীনের হাতে বায়াত গ্রহন করবে তারা মূলত তার হাতে বায়াত গ্রহন করে। আর শজরার ধারায় কামেল পীরের হাতে বায়াত গ্রহন করলে দীদারে এলাহি নসিব হবে।’

প্রতি বছর এই ওরশ শরীফে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি ভারত, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইংল্যান্ড, আরব আমিরাতে, বাহরাইন ও মধ্যপ্রাচ্য সহ বিভিন্ন দেশ থেকেও পীর মাশায়েখ, আলেম ওলামা, মুরিদান, ভক্ত, জায়েরীন, পর্যটক ও গবেষকরা (৮-১০ মাস) তিন দিন ব্যাপী এ ওরশ শরীফে অংশগ্রহন করেন। ওরশ শরীফ চলাকালে মাইজভাগুর দরবার শরীফ ও আশপাশের এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। আল্লাহ-আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির, মিলাদ ও ছেমা মাহফিলের ধ্বনিতে পুরো এলাকা মুখরিত হতে থাকে। এছাড়া মাইজভাগুর দরবার শরীফের আশপাশের এলাকাগুলোতে জমজমাট গ্রাম্য মেলাও গড়ে উঠে।

কর্মসূচীর মধ্যে সারাদিন খতমে কোরআন, খতমে গাউছিয়া, না'তে রাসুল (স:), শানে গাউছিয়া, ছেমা মাহফিল পরিবেশন করা হয়। গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল শাহী ময়দানে জুমার নামাজ আদায় করা হয়। এছাড়া জায়েরীনের প্রতিটি ক্যাম্পে সময়মত নামাজ এবং ইবাদাত বন্দেগী করার সুব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত আলোচনা সভা হয় এবং ১২:০১ মিনিটে এ মহান ওরশ শরীফে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এবং দেশের সার্বিক সুখ সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের একমাত্র মনোনীত সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ:)।

ওরশ শরীফে আগমন মেহমানদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ফটিকছড়ি প্রশাসন বিশেষ করে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য রাব, পুলিশ সার্বিক ভাবে দায়িত্ব পালন করে এবং মাইজভাগুর ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটির বিপুল পরিমাণ খেচ্চাসেবক সহ মাইজভাগুরী স্পেশাল ফোর্স দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া পুরো ওরশ শরীফ কোজ-সার্কিট ক্যামরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া ওরশ শরীফ উপলক্ষে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।



এই মহান ওরশ শরীফে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এচ আর এইচ এল গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সৈয়দুল হক খান, ইন্টারপোর্ট শিপিং এজেন্ট লিমিটেড এর পরিচালক জনাব সৈয়দ সোহেল হাসনাত, চট্টগ্রাম চেম্বার অপ কমার্স এর পরিচালক জনাব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী ও গন্যমান্য ব্যক্তিগণ।

মাইজভাগুর ওরশ শরীফ সুপারিশন কমিটির সহ সভাপতি নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোস্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) ওরশ শরীফ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং আগত আশেক-ভক্ত, স্থানীয় জনগণ, স্বেচ্ছাসেবক, প্রশাসন তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) চেহলাম শরীফ অনুষ্ঠিত

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর মহান ১০ মাঘ ১০৯ তম ওরশ শরীফের চারদিনে চেহলাম শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মত এ বছরও গাউছুয়া আহমদিয়া মঞ্জিল শাহী ময়দানে এ চেহলাম শরীফ মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

এই মহান হাতির চেহলাম শরীফে সকাল থেকে আশেক ভক্ত, জায়েরীন এবং স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন ফলাহার নিয়ে শাহী ময়দানে উপস্থিত হয়। বাদে জোহর থেকে বিভিন্ন বিভাগে ফলাহার সমূহ ভাগ করে আলাদা আলাদা পাত্রে রাখা হয়। আছরের নামাজের পর মিলাদ ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মাহফিলে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজি:আঃ) সভাপতির আসন গ্রহণের পর নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) এর উপস্থিতিতে ফলাহার সমূহ গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এর রওজা মোবারক ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করে সকল আশেক ভক্তদের নিকট বন্টন করা হয়। এই চেহলাম শরীফ উপলক্ষে আইন শৃংখলা ও সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মাইজভাগুর ওরশ শরীফ সুপারিশন কমিটির বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছা সেবক এবং মাইজভাগুরী স্পেশাল ফোর্স (এম.এস.এফ.) দায়িত্ব পালন করে।

উক্ত চেহলাম শরীফে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজি:আঃ) বলেন-“গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর (কঃ) সঠিক আদর্শ যানব সমাজে উপস্থাপন করতে পারলে প্রতিটি মানুষ এই মহান আধ্যাত্মিক হাতির দরবার মূখী হবে এবং প্রত্যেক মানুষ আত্মশুদ্ধি তথা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হবে এবং এই মহান ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে থাকলে রহানিয়ত হাসিল হবে।”

পরিশেষে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এর রওজা শরীফে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি শৃংখলা, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহুতায়ালার দরবারে আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন- সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজি:আঃ)। এই চেহলাম শরীফের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোস্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ)।

মাইজভাগুর দরবার শরীফে বাবা ভাগুরী (কঃ) এর ২২ চৈত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত।

গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আক্‌তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান প্রকাশ বাবা



ভাঙ্গারী (কঃ) এর পবিত্র ওরশ শরীফ আগামী ৫এপ্রিল ২০১৫ইং সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাঙ্গারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব এর আঙ্গিকে মাইজভাঙ্গার দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে গত ০৬ মার্চ ২০১৫ইং শুক্রবার বাদ মাগরিব গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর এর পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, না'তে রাসুল (সঃ) ও শানে গাউছিয়া পাঠান্তে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। পবিত্র ওরশ শরীফ সর্বাত্মক সফলতার সাথে উদ্ব্যাপন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খেদমতের বিভাগের পরিচালক, সেবকসহ সবাইকে একযোগে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার আহবান জানিয়ে দিগনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোস্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাঙ্গারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব। বিশেষ বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সচিব, জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব। সভায় আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাঙ্গারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর কেন্দ্র, জেলা, উপজেলা, মহানগর, শাখা দায়রা ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি সমূহের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ, পাঁচ পাড়ার সর্দারগণ সহ বহু আশেক ভক্ত মুরীদান উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত পরিচালক মহোদয়গণকে স্ব স্ব খেদমতের দায়িত্ব পত্র বিতরণ এর পর কেন্দ্রীয় দারুত-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী মিলাদ শরীফ ও জিকির পরিচালনা করেন। পরিশেষে সভার মাননীয় সভাপতি মহোদয় সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাঙ্গারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা এবং ওরশ শরীফ সর্বাত্মকভাবে সফলতার সহিত উদ্ব্যাপন হওয়ার লক্ষ্যে মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ মোনাজাত পেশ করেন। মুনাজাত শেষে মাহফিলে আগত মেহমানদের মাঝে তবরুক বিতরণ করা হয়।

“সপ্ত রঙ্গি টঙ্গি বিছে রুহখন কামিনী নাচে।
প্রেমেতে বিভোর জপ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।।”

খাজা আজমীর পোলট্রি ফার্ম



প্রোপ্রাইটর :
মুহাম্মদ মিনার উদ্দিন
মোবাইল : ০১৮১৪-২৭৪৮১৪

এখানে ব্রয়লার মুরগী, দেশী মুরগী, ডিম,
পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয়।



বি: দ্র: ফ্রিজের মুরগীর মাংস পাওয়া যায়।

১৯নং দোকান, পৌর মার্কেট, ফকিরহাট
রাউজান পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

“তোরা দেখে যা শুনে যা করিস নারে ভুল।
হযরতের বাঁশী বাজায় মওলা এমদাদুল।।”

ধলই নবীন সংঘ

একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
স্থাপিত-১৯৯৫ ইং

মুহাম্মদ জামান চৌধুরী বাড়ী

প্রকাশ মাদ্দারা চৌধুরী বাড়ী
ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

গ্রাম : ধলই, ডাকঘর : কাটিরহাট
উপজেলা : হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৮১৫-৪৫২৩৫১
০১৮২৯-৬৯৯৬১৩



শোক সংবাদ

সর্ব মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, শ্যামপুর শাখা, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, মুহাম্মদ আবুল কাশেম হাওলাদার, লক্ষ্মীনারায়নপুর শাখা, শরীয়তপুর, মুহাম্মদ আবদুল হাই সরদার, বদরুদ্দীন মোস্তা, ফতেজান বিবি, মরিয়ম, গরীবেরচর শাখা, শরীয়তপুর, মুহাম্মদ শরীফ চোকদার, মোখলেছ প্রধানিয়া, মতি বাড়ী, আলী আহমেদ দেওয়ান, দক্ষিণ তারাবুনিয়া শাখা, শরীয়তপুর, হাজী বাদশা মিয়া, চরমুস্তারপুর শাখা, মুন্সীগঞ্জ, জনাব সালাহ উদ্দীন চৌধুরী, নরসিংপুর শাখা, শরীয়তপুর, জনাব মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, মোছাম্মৎ জামেনা বেগম, সোহালা শাখা, সুনামগঞ্জ, জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন আনু, চরনীপ্রত্যাশী শাখা, পিরোজপুর, মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, আলহাজ্ব জমির উদ্দীন, চররাজমাটিয়া শাখা, মোহরা, চট্টগ্রাম, মুহাম্মদ আলী আকবর (বুছক) হাজীর পাড়া শাখা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, আব্দুল খান, উপদেষ্টা, নোয়াজীমপুর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ, মোছাম্মৎ জামাত খাতুন, (জাহাঙ্গীরের মাতা), ধলই, হাটহাজারী, আবু সুফিয়ান, আহবায়ক হলহলিয়া শাখা, সুনামগঞ্জ, আলহাজ্ব আবুল কাশেম সওদাগর, উপদেষ্টা হাজীপাড়া দায়রা শাখা, অগ্রাবাদ। জনাব ফোরক আহমদ, মনসা, পটিয়া। আলহাজ্ব জামাতুল ফেরদাউজ বেগম, পূর্ব মাইজভাণ্ডার, কৃপাইতনগর শাখা; মুহাম্মদ আবুল কাশেম, বশিদেরঘোনা, লোহাগাড়া; মোছাম্মৎ ছেনোয়ারা বেগম, গোসাইলডাঙ্গা শাখা, চট্টগ্রাম; মনিক মিয়া, নুরজাহানপুর শাখা, সিলেট; আহমদ মিয়া মেখার শাকপুরা শাখা, বোয়ালখালী; মকবুল আহমদ হাশিমপুর শাখা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম; শামসুল আলম মুন্সী, ধলই হাটহাজারী; মুহাম্মদ শফি, ধলই হাটহাজারী; এয়ার মোহাম্মদ, ধলই হাটহাজারী; হুসির আহমদ, দোহাজারী জামিরপুরা শাখা, চন্দনাইশ; মুহাম্মদ গোলাম নূর (তোতন), ছোট দারগাহাট শাখা, সীতাকুণ্ড; মুহাম্মদ সিরাজ মিয়া, লাকমা শাখা, সুনামগঞ্জ; সিরাজ মিয়া, আলুতল শাখা, সিলেট; কুদ্দুছ মিল্লা, বাঘমারা শাখা, সিলেট; মুহাম্মদ খোরশেদুল আলম, সভাপতি, সীতাকুণ্ড উপজেলা কার্যকরী সংসদ। আরো আশেকানে গাউছে মাইজভাণ্ডারীগণের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আত্মহত্যাকার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে-

আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহু এমদাদীয়া)
কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।